নির্ঝরিণী।

আমরা অমৃত মূর্ত্তি—
স্ব-পূর্ণে বাসনা স্ফূর্ত্তি।
কুঁদে পড়ি কল্পনার, সত্তা ভাঙ্গি আপনার,
আমাকে অনন্ত-আমি করিতেছি দান,
মিলনের শ্যামলিম রস উপাদান॥

পূর্ণ চন্দ্র ঘোষ এল্ এম্ পি
রচিত।

—:০:—

প্রথম সংস্করণ।

জেলা ঢাকা,
মাণিকগঞ্জ—বন্ধুনিকেতন হইতে
প্রকাশিত।

সন ১৩৩৩ সাল।

 মূল্য ॥০

প্রকাশক—

শ্রীসত্যব্রত ঘোষ,

শ্রীদেবব্রত ঘোষ,

শ্রীপ্রিয়ব্রত ঘোষ,

শ্রীধর্ম্মব্রত ঘোষ—ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়।

মাণিকগঞ্জ-বন্ধুনিকেতন,

পোঃ মাণিকগঞ্জ, জেলা ঢাকা।



মাণিকগঞ্জ-প্রেসে শ্রীদেবেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

মাণিকগঞ্জ, জেলা ঢাকা।

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুর্জয়তি।

উৎসর্গপত্র



মরুতে বহিল গুরু-কৃপা-নির্ঝরিণী,
কে যে করিবেন পান কিছুই না জানি।
যদিই থাকেন কেউ অতি স্নিগ্ধ,— তাঁরি
উদ্দেশে উৎসর্গ করি এই তপ্ত বারি॥



বন্ধুনিকেতন, মাণিকগঞ্জ
আদি বাস—চক্মিরপুর।
পোঃ চক্মিরপুর, (ঢাকা)



শ্রীপূর্ণ চন্দ্র ঘোষ

ভূমিকা।

গৌহাটী কটন কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক
(শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বেদবাচস্পতি
মহাশয় লিখিত)।

নির্ঝরিণীর পরিচয় কি দিব ? যে ভাব-ভূখণ্ডের অন্তরতম তল হইতে গুপ্ত উৎস গোপনে উঠিয়া নির্ঝরিণী-ধারার বিকাশ করিয়াছে, সেই ভূখণ্ডের ত সন্ধান জানি না; কেমন করিয়া কত রাজ্যের বিন্দু বিন্দু বারি কত শত স্তর ভেদ করিয়া নিম্নতম গভীরতম স্তরে পৌঁছিয়া, সদা-প্রবহমান গুহ্যতম অমন শীতল-স্নিগ্ধ অমৃত-রসে পরিণত হইয়াছে, আবার কাহার কৃপাভারে তাহা নির্ঝরিণী রূপ ধারণ করিয়া জ্বালাগ্রস্ত মানবকে জুড়াইতে আসিয়াছে— এ বি-জ্ঞানও ত আমার নাই; আমি কেমন করিয়া নির্ঝরিণীর পরিচয় দিব ? সে পরিচয় 'বিজ্ঞান'বিৎ দিবেন। বাস্তব ছাড়িয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতত্ত্ব অন্বেষণ করিবার মত অবকাশও আমার মত জীবের নাই। তা ছাড়া, জলের উপাদান কি,— জলাশয়াদি হইতে জল বাষ্পাকারে আকাশে উঠিয়া কেমন করিয়া মেঘে পরিণত হয়,— কেমন করিয়াই বা মেঘ মধ্যে বাষ্পাকারে অবস্থিত জল বিন্দুরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে নামিয়া আসে— এই সূক্ষ্ম-তত্ত্বের সন্ধান করিবার মত সামর্থ্য আমার কই ? তৃষ্ণার্ত্ত আমি, অভিতপ্ত আমি,— সম্মুখে নির্ঝরিণী পাইয়া তাহাতে অবগাহন করিয়াছি, তাহার জল পান করিয়াছি, অন্তরে-বাহিরে

তৃপ্ত হইয়াছি। সে তৃপ্তিই বা প্রকাশ করিব কেমন করিয়া ? সে তৃপ্তি যে আমার স্বানুভবগোচর মাত্র, তাহাকে পরানুভবগোচর করিব কেমন করিয়া ? তবে বাহিরের তৃপ্তির উপাদানের মধ্যে কয়েকটির সন্ধান দিতে পারি ঃ—

(ক) কৌতুহলী কর্ত্তা পুরুষ, ইচ্ছা তাঁহার নারী।
বিপ্রলম্ভ-প্রকৃতিতে বিক্ষোভ উ'ঠ্‌ল ভারী ॥
অনন্ত সব চিৎ-কণিকা ছু'ট্‌লো দিকে দিকে।
ব্যষ্টি সহ সৃষ্টি কৈল মহা সমষ্টিকে ॥ পৃঃ ৭

(খ) সত্যে নহে তর্ক আর প্রমাণ প্রয়োজন।
মিথ্যা স্থাপিবারে মিথ্যার যত আয়োজন ॥ পৃঃ ১১

(গ) একলি ঈশ্বর কৃষ্ণ, সবই যদি ভৃত্য।
পৃথক্ তহ্‌বিল তরে কেন করে কৃত্য ॥ পৃঃ ১৩

(ঘ) মাকে ছেড়ে মায়ের তত্ত্বে কেন্‌বা তোদের মতি ধায় ?পৃঃ১৯

(ঙ) 'স্বভাব-সিদ্ধ স্নেহের ভোগে ছেলের কেন লাগে ডর ?'
'ঝাঁপিয়ে বুকে আস্‌তে নারিস্, দূরে থেকেই নমস্কার।'
পৃঃ ২০

(চ) 'বিমুখ-উন্মুখ'-নামা এই লীলা-পর্ব্ব।
'বিমুখাঙ্ক বেশ ক'রেছি' এও মোদের গর্ব্ব ॥
আর না বাড়া'য়ে, 'উন্মুখ' হয় আরম্ভন।
অভিনয়-ক্লান্ত দাসের এই আকিঞ্চন ॥ পৃঃ ৩৬

(ছ) ভৃত্য দ্বারা অপমানি, দিয়া নানা ক্লেশ।
স্ব-বশে আনার পন্থা হীনতার শেষ ॥ পৃঃ ৪৫

(জ) এই জে'নো ঠিক্ সেই কপটের মানুষ-সঙ্গই ভায়।
ব্রহ্ম হ'য়ে পরব্যোমে থাকাই বিষম দায় ॥ পৃঃ ৬৩

(ঝ) ভ্রমেও যদি আপ্‌না-পানে দৃষ্টি প'ড়ে যায়।
রইল তোমার বৃন্দাবন, চল্লেন মথুরায়॥ পৃঃ ৬৫

(ঞ) ধর্ম্মাধর্ম্ম পুণ্য পাপ। সবাই পালায় বাপ্‌রে বাপ্‌! পৃঃ৬৭

(ট) যে জন যাহারে দেখিতে না পারে
সেই দেখে তারে কালো।
ভালবেসে তা'য় বলুক আমায়
মন্দ কি বঁধুয়া ভালো? পৃঃ ৭১

এমনই কত কত শীতল-মধুর তরঙ্গ গায়ে আসিয়া লাগিয়াছে, তৃপ্তির সহিত আ! আ! বলিতে বলিতে নয়নের জলে ভাসিয়াছি; নির্ঝরিণী যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বাহির হইয়াছে, তৃপ্তির ঘোরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ফেলিয়াছি; উভয়ে একত্র বসিয়া

যে জন যাহারে দেখিতে না পারে
সেই দেখে তারে কালো— ইত্যাদি খোল-করতাল সহযোগে কীর্ত্তন করিয়া গাহিয়াছি— আনন্দে মন প্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে; আমার মত অভিতপ্ত ও তৃষিত আরও কেহ কেহ নির্ঝরিণীতে অবগাহন করিয়া, নির্ঝরিণী-বারি পান করিয়া শীতল ও তৃপ্ত হইবেন মনে করি বলিয়াই আমার তৃপ্তির কথা নিবেদন করিবার জন্য এই ভূমিকা। চাই যে আমাদের 'জল', চাই না 'তত্ত্ব'—

'তৃষ্ণাতুরে জলের তত্ত্বে কখনো কি তৃষ্ণা যায়?' (পৃঃ ১৯)

গৌহাটী,
৫ই শ্রাবণ, ১৩৩৩।

শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ শর্ম্মা।

অবতরণিকা ।

বিষোদগারী ক্ষুদ্র খল হিংস্রক পতঙ্গ ।
দংশন স্বভাবে চাহে দেহি-জনা সঙ্গ ॥
তেমতি এ অধোমতি স্বার্থ ব্যপদেশে ।
লভিয়াছে গুরুকৃপা তরঙ্গ বিশেষে ॥
সন্তরিতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত ।
লভি তরী শ্রীচৈতন্য-চরিত-অমৃত ॥
তাতে দেখি কত কোটী অনন্ত কুঠরী ।
অমৃত-সঞ্চারী-রত্নে রহিয়াছে ভরি ॥
পরশ রহুক দূরে দরশেই প্রাণে ।
অপার আনন্দ পাই অপূর্ব্ব আঘ্রাণে ॥
সেই পুনঃ সঞ্জীবিত চিন্ময় বাঙ্‌ময় ।
পাত্রাপাত্র ভেদে পঞ্চ রস বিতরয় ॥
অজ্ঞ অপাত্র মুই অপটু চঞ্চল ।
নারিনু ধরিতে শুদ্ধ রস সে সকল ॥
তবু যা পাইনু স্বাদ, সাধ সিন্ধু পি'তে ।
আর সাধ বিশ্বময় ছড়াইয়া দিতে ॥
অজ্ঞের এহেন ইচ্ছা কেন নহে জানি ।
এহ সে গুরুর ইচ্ছা এই মাত্র মানি ॥
রসজ্ঞের মাগি ক্ষমা দুঃসাহস লাগি ।
বিজ্ঞের হইব জানি উপহাস ভাগী ॥
শ্রীগুরু শ্রীজগদ্বন্ধুর কৃপার ক্রীত দাস ।
প্রার্থনা করয়ে প্রাণে জাগ স্ব-প্রকাশ ॥

সূচীপত্র

প্রথম প্রস্রবণ।

দ্বিতীয় প্রস্রবণ

তৃতীয় প্রস্রবণ।

চতুর্থ প্রস্রবণ

পঞ্চম প্রস্রবণ।

ষষ্ঠ প্রস্রবণ।





শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু ॥

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু র্জয়তি।

প্রথম প্রস্রবণ।

শ্রীশ্রীনিত্যসত্যপুরুষায় নমঃ

হে পরাপ্রকৃতি ও পরমপুরুষ,— হে স্রষ্টা ও সৃষ্ট-প্রকৃতি, তোমাদের মঙ্গল হউক। তোমরা নিত্য জয়যুক্ত রহ। আমার প্রণাম গ্রহণ কর।

বিশ্বের সবই স্বভাবে নিত্য প্রতিষ্ঠিত ও বিকাশ যুক্ত। সকলেই স্বামি-(প্রভু) প্রীতিই সম্পাদন করিতেছে। কোন দিকেই কৃত্রিমতার আবরণ নাই। সবই স্ব-ভাব, সবই 'স্বভাব'। স্বামীর 'ইচ্ছাই' প্রকৃতির 'স্বভাব'। জীবের স্বাধীনা প্রকৃতিও কর্ত্তারই অনন্ত পৃথক স্বেচ্ছার মূর্ত্তি। তিনি নিজেই নিজেকে লইয়া খেলা করিতেছেন। অনন্ত ইচ্ছাকে অনন্ত চিৎ-সত্তায় অভিমূর্ত্তিত ও অভিকর্ম্মিত করিয়াছেন। নিত্য নিরানন্দের সৃষ্টি করিয়া, আমাদের দ্বারাই তিনি নিত্য নূতন আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। বিরহই তাঁহাকে নিয়ত মিলনের সুখ প্রদান করিতেছে। স্বামি-প্রীতিতেই জীবের (বিশ্বের) জন্ম, স্বামি-প্রীতিই তাহার সর্ব্বস্ব ; জীব স্বামি-প্রীতিই উৎপাদন করিতেছে। আমরা স্বাধীন নহি, সম্পূর্ণ পরাধীন— ভগবৎস্বেচ্ছাধীন। তিনি আমাদের ভিতর দিয়াই হাসিতেছেন, কাঁদিতেছেন সুখ ও দুঃখ পাইতেছেন। ইহা তাঁহার স্বেচ্ছাবরণ। তিনি কর্ত্তা, আমরা তাঁহার ইচ্ছারূপিকর্ম্মের প্রতিক্রিয়া। আমরা দুঃখ নহি সুখ, আমরা পরম আনন্দ। আমরা প্রভুরই সেবা করিতেছি।

মিথ্যা ও সত্য।

মিথ্যা যতই গভীর গাঢ়, সত্য ততই মুর্ত্তিমান।
অরূপকে সে ধরায় স্বরূপ, অন্তে করে আত্মদান॥ ১
মিথ্যাই সত্যের ভিত্তিভূমি, উপলব্ধির অধিষ্ঠান।
সত্য সত্তার লাগিই মিথ্যার পৃথক সত্তা অভিধান॥ ২
সত্য মিথ্যা তত্ত্বে একই, বিপরীতের ব্যবধান।
একই সুখ সূত্রে গাঁথা, মিথ্যা দেহ সত্য প্রাণ॥ ৩

অন্ধকারটীযত বেশী গাঢ় হবে, আলোটী তত বেশী উজ্জ্বল হবে। আলো অন্ধকারকে বিনষ্ট করে না, আত্মসাৎ করে। তৎফলে নিজের সত্তাকে উপলব্ধি করে ও করায়। মহিষাসুর মরে নাই, হিরণ্যকশিপু কংস ও রাবণ প্রভৃতিও মরে নাই। ভগবতী ও ভগবানের অঙ্গস্বরূপ (অদ্বৈত) হইয়া চির অমরত্ব বা ভগবত্তা লাভ করিয়াছে। এমন অমৃতময়ী মা দুর্গা ও অমৃতময় ভগবান যাহার দান, সে কি অমঙ্গল বা পাপ হইতে পারে? তাই, এই মিথ্যা ও সত্যের লীলা বর্ণনায়, শ্রীশ্রীভগবানের গীতোক্ত, 'যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত.........সম্ভবামি যুগে যুগে' এই বাক্যের মুখ্যার্থের আভাষে অন্ধকার ও আলো, নেগেটিভ ও পজিটিভ, তৃষ্ণা ও তৃপ্তি, বিরহ ও প্রাপ্তি, উৎপীড়ন ও শাস্তি, অধর্ম্ম ও ধর্ম্ম, কংস ও কৃষ্ণ, রাবণ ও রাম, হিরণ্যকশিপু ও নরসিংহ, শুম্ভ-নিশুম্ভ ও চণ্ডী, মহিষাসুর ও শক্তি (দুর্গা), জগৎ ও ব্রহ্ম, এবং জীব ও ভগবানকে এক অখণ্ড সংজ্ঞাতে অনুভব করিয়াই প্রকাশ করা হইয়াছে।

সত্য পুরুষ, মিথ্যা নারী, অরীত-চরিত উপাখ্যান।
মিথ্যা নিত্যে চায় বিরহ, সত্য নিতুই মিলন চান॥ ৪
মিথ্যা রাণীর মান কলহে সৃষ্টিরাজ্য টলমল।
সত্যরাজের যোগনিদ্রা, বেকুব বনেন বিধির দল॥ ৫
মিথ্যা হঠাৎ বাঁকিয়ে দাঁড়ায়, সত্যে করি আক্রমণ।
সত্য জাগি জড়িয়ে ধরেন, মিথ্যা করে মৃত্যুপণ॥ ৬

আরও একটী বিশেষ আনন্দের সংবাদ এই, উক্ত মিথ্যা ও সত্য রচনা শেষ হইলে পর, ঢাকা জেলাস্থ ধানকোড়া উচ্চইংরাজি স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কুমার নিয়োগী মহাশয়কে ডাকযোগে লিখিয়া পাঠাই যে "মিথ্যা ও সত্যের খিচড়ি রন্ধন করিয়াছি একবার আস্বাদন করিতে আসিবেন কি?" প্রত্যুত্তরে তিনি তৎক্ষণাৎ, পাছে আমি তাঁহার গরীয়সী মিথ্যাকে বসিবার পর্য্যন্ত স্থান না দিয়া কোন প্রকার অমর্য্যাদা করিয়া থাকি, এই আশঙ্কায় যাহা লিখিয়া পাঠাইয়া ছিলেন, তাহা অতি আদর ও শ্রদ্ধার সহিত আমার প্রতি অনুগ্রহশীল পাঠক বর্গের প্রীত্যর্থে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"সত্য যাকে ধরিয়াছে তার নাই মিথ্যা।
মিথ্যার শোকেতে সত্য কাঁদিছেন অনিত্যা॥ ১
পুরুষ শ্রীসত্য, মিথ্যা তার ঘরণী।
সত্য মিথ্যা মিথ্যা নয়, নিত্য এই অবনী॥ ২
সত্য মিথ্যা যবে বসে লীলা-বৃন্দাকাননে।
মিলা অমিলা লীলা দেখেরে মঞ্জরীগণে॥ ৩

পলকে পুলকে দেখি, আলোকি আঁধার প্রাণ।
অদ্বৈত যুগল মূর্ত্তে অমৃত করয়ে দান॥ ৭
ধর্ম্মাধর্ম্ম রয়না ভেদ আর, পুণ্যে পাপ মিশে যান।
অমঙ্গল মঙ্গলে বিলায়, আঁধার আলোর সমাধান॥ ৮

নিত্যসত্যে নিত্যশূন্য নিত্য সৃষ্টি মাঝারে।
অসৃষ্টিরে সৃষ্টিবোধ জীব বুদ্ধি গোচরে॥ ৪
নিত্য ব্রহ্মা সৃষ্টি হয় নিত্য বিশ্ব সৃজিতে।
গঙ্গাজল নিতে হয় গঙ্গা দেবী পূজিতে॥ ৫
শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত যার, তার মিথ্যা সত্য কি।
দেখা হ'লে দেখ্‌বো সবই, এখন তবে আসি॥ ৬
দ্বন্দ্ব ঢে'কে রাখে কেহ কাকের লুকান মত।
সত্য মিথ্যা নিত্য সত্য এই প্রভুর অভিমত॥ ৭

---

(১) সত্য যাহার সত্তাকে ধারণ করিয়াছেন তাঁহার 'মিথ্যা' নাই, অর্থাৎ "একোঽহং বহুঃ স্যাং প্রজায়েয়" তাঁহার এই স্বয়ম্ভূত ইচ্ছার (শক্তির) মিথ্যাত্ব সম্ভবেনা। সুতরাং সত্য হইতে পৃথক-প্রতিভাত ঐ অভিহিত-মিথ্যা 'প্রকার ভেদাভিব্যক্ত সত্য' বা 'সত্যের অনৃত-তত্ত্ব'। ঐ তত্ত্বের উদ্ভব হইতেই নিত্য-সত্যের স্বরূপ (সচ্চিদানন্দ-ময়ত্ব) প্রতিভাত, আস্বাদনীয় ও প্রাপনীয় হইয়াছেন ঐ 'অনিত্য-সত্য' বা 'সচ্চিদানন্দ-ময়ীর (মিথ্যার) নিকটে এবং তদ্বিপরীতে 'মিথ্যাও' পৃথক্-প্রতিভাতা, আস্বাদনীয়া ও প্রাপনীয়া হইয়াছেন 'সত্যের' নিকটে।

সত্যের অনৃত তত্ত্ব, আনন্দের উপাদান।
সৃষ্টির উপর করেন ক্রীড়া নিত্য সত্য ভগবান॥ ৯
উপলব্ধির বহির্ভূত অবস্থার যে সত্য।
মিথ্যা বলি অভিহিত, পূর্ণ জ্ঞান তথ্য॥ ১০

তাই মিথ্যার (অনিত্য-সত্যের) শোকে (বিরহে) সত্য (পুরুষ) (নিত্যাই) কাঁদিছেন অনিত্যা (হা অনিত্যা! হা সচ্চিদানন্দ-ময়ী! এই উক্তিতে ক্রন্দন করিতেছেন)। অথবা অখণ্ড পূর্ণানন্দের যে বিরহজনিত ক্রন্দন, তাহা তাঁহারই স্বীয় আস্বাদনময়ী অনিত্যাস্বরূপ-সম্ভূতা আবরণময়ী লীলা (যথা বিশুদ্ধ-বুদ্ধি শিশুর চোখ-বুজানী খেলা)। কখনও বা পূর্ণানন্দরস-স্বরূপ হইয়াও,ঐ প্রকৃতির স্বীয় সম্বন্ধীয় রসাস্বাদন-তাৎপর্য্যও মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া, দ্বিতীয় 'অনিত্যা-স্বরূপে' নিজেই নিজের বিরহে ক্রন্দন করিতেছেন। ইহাই এ বাক্যের তাৎপর্য্য।



পুরুষ ও প্রকৃতি।

(সৃষ্টি লীলা রহস্য।)

কে কারে ধেয়ায়, কেবা কার পিছু ধায় ?
সরমে চমকি ওঠে কে কার ছায়ায় ? ১
কোথায় হারায় কে কা'য়, আঁধারে নিভায় ?
পলকে আলোকে পুনঃ কেবা কারে পায় ? ২
সত্যই কি আছে দুই— পুরুষ প্রকৃতি,
বিভিন্ন অস্তিত্ব নিয়ে বিভিন্ন মুরতি ? ৩
ভিন্ন যাহা, কভু তাহা এক হ'তে নারে !
এক যদি, কার শক্তি ছিন্নকরে তারে ? ৪
ছিল কি কেউ কালের আগে শুধুই আপন নিয়ে।
রূপ,রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শের অতীত হ'য়ে ॥ ৫
আমার ব'ল্‌তে ছিলনা তার, শুধুই ছিল 'আমি'।
ছিলনা তার আঁধার আলোক, এমন দিবস যামি ॥ ৬
জন্মেনাই সে গণ্ডি তখন আখ্যা উপাধির।
পঞ্চ তন্মাত্রের তখন জন্মের হয় নাই স্থির ॥ ৭
সেই যে নিত্য-আমিত্ব ময় 'চির পূর্ণতার।'
জা'গ্‌লো ইচ্ছা আপন নিয়ে আপনি খেলিবার ॥ ৮
নিরুপাধিক সেই স্বরূপে ইচ্ছার উদ্গম।
সৎ চিৎ আনন্দের করা'লো জনম ॥ ৯

"নাই যার অভাব, কি তার স্বভাব,
অভাব সৃষ্টি করে।
কৃত বিরহে আপ্‌নি দহে
মিলন মাগে পরে।" ১০

"বালক যেমন আপ্‌না নিয়ে ঝাঁপুরী খেলায়।
মনের প্রতিনিধিটীকে জলেতে হারায়॥ ১১
পুনঃ প্রয়াসে, মিলন আসে, হয় সে আত্মহারা।
কি ছার প্রাপ্তি, অপার তৃপ্তি, অনন্তরস পোরা।" ১২
(এই), কৌতুহলী কর্ত্তা পুরুষ, ইচ্ছা তাহার নারী।
বিপ্রলম্ভ-প্রকৃতিতে বিক্ষোভ উ'ঠ্‌লো ভারী॥ ১৩
অনন্ত সব চিৎ-কণিকা ছু'ট্‌লো দিকে দিকে।
ব্যষ্টি সহ সৃষ্টিকৈল (এই) মহাসমষ্টিকে॥ ১৪
এইতো মায়া, চিদের ছায়া, মধ্যে ব্যবধান।
এতেই জীবে ভগবানে করায় পৃথক জ্ঞান॥ ১৫
এই যে দ্বৈত উভয়েরইতো প্রেমের উপাদান।
এক তত্ত্ব, ক'রবে ব্যক্ত লীলার সমাধান॥ ১৬

জীব।

(১)

'আনন্দাংশে' জন্ম জীবের,
মিলন তাহার প্রাণ।
'সৎ' সখীত্ব করায় দৌত্য,
'চিৎ'এর পৃথক জ্ঞান ॥

(২)

কাল-কর্ম্ম-বোধক মায়া,
কুটীলা জটীলা।
প্রপঞ্চে প্রাক্তন দি'য়ে
করায় যতেক লীলা ॥

(৩)

সংসারই সে অভিমন্যু
তুষ্ট অতিশয়।
ত্রুটী দে'খ্‌লেই রুষ্ট হ'তে
বেশীক্ষণ নয় ॥

(৪)

এইতো সুখের ঘরটী জীবের
আদি অন্ত নাই।
কৃষ্ণ যদি করেন কৃপা
তবেই মিলন পাই ॥

(৩) অভিমন্যু—আয়ান ঘোষ

মুগ্ধ-মানব।

হেরি দূরে মরুভূমে মায়া মরীচিকা,
পিয়াসী কুরঙ্গ ধে'য়ে যায় মহাসুখে।
কিন্তু হায়, এ জনমে মেটেনা তৃষিকা—
মূদে আঁখি চিরতরে বালুকার বুকে॥

সারা জীবনের সাধ, সুখের কল্পনা,
স্মৃতি, অনুভূতি সব নিমেষে নিভায়;—
ক্রন্দমান পুঞ্জীভূত অপূর্ণ বাসনা,
তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলি পিছু পিছু ধায়॥

নিত্য-বিভাবিত স্বীয় প্রিয়-কাম্যদেহে
বৈসে পুনঃ পুনঃ কর্ম্মগণ্ডির ভিতর;
কত কোটী জন্ম-মৃত্যু তাপ তারে দহে,
ভূর্ভুর্বঃস্ব-লোকেতে গতি নিরন্তর॥

কালে সৎসঙ্গে 'কৃষ্ণ'কৃপা পরকাশ,
কেবা আমি, কে আমার করায় স্ফুরণ;
ভাব অনুসারী সিদ্ধ-দেহের বিকাশ—
জীবত্বের গণ্ডি-মুক্ত মহা সম্মিলন॥

(৪) 'কৃষ্ণ' 'অন্ধকার-স্বরূপ-বিগ্রহ' অর্থাৎ ভগবানাখ্য 'অদৃষ্ট পুরুষ'

মুক্ত-মানব।

"প্রেম-মানব—রাধাকৃষ্ণ, নহে আন্।
দীক্ষাগুরু ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ভগবান॥" ১
এই বাক্যে শ্রদ্ধা যার, স্ব-গণ সহিতে।
ইহ লোকেই কৃষ্ণগৌর পাবে সে দেখিতে॥ ২
বিধি-ভক্তি-রথে যাত্রা, রাগ-ভক্তি-দেশ,
অবিলম্বে যেতে যার আগ্রহ বিশেষ— ৩
'আত্মসুখ-হীন-শুদ্ধ-গাঢ়-অনুরাগ'-
অশ্ব জুড়ি হর্ষে ধায় যেই মহাভাগ, ৪
অপার তত্ত্বের অর্ণব শুষ্ক তার ঠাঁই।
ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্য গণ্ডি নাহি পাই॥ ৫
স্বভাবে উপজে তার গোপ-অভিমান।
গোকুল-গোবিন্দ-গোপী-গত হয় প্রাণ॥ ৬
সরল সহজ প্রীতি করায় উদয়।
ইহ-পর-ভেদ তার কভু নাহি রয়॥ ৭
কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য সব গুণ করি মানে।
আপন জনের কাছে গৌরবে বাখানে॥ ৮
ভক্তিযুত শ্রদ্ধান্বিত কৃতি দেখে যার।
তার সনে শান্ত কিম্বা রভস্ ব্যাভার॥ ৯

দেখিলে ঈশ্বরবুদ্ধি কিম্বা হিংসা ভাব।
বাক্ বুদ্ধি হীন,— ধরে মুকের স্বভাব ॥ ১০
"স্বপ্রকাশ বস্তু নহে প্রমাণ সাপেক্ষ।
স্বপ্রকাশে স্বপ্রকাশ নিত্য নিরপেক্ষ ॥" ১১
"সত্যে নহে তর্ক আর প্রমাণ প্রয়োজন।
মিথ্যা স্থাপিবারে মিথ্যার যত আয়োজন ॥" ১২
'মিথ্যাও যদ্যপি সত্যের বিকৃত দর্শন।'
(তথাপি) মিথ্যা দ্বারা সত্য জানা অভাগ্য গণন ॥
১৩

(১৩) যাঁহার সহিত নিত্য সম্বন্ধ, যিনি চির-আপন, তাঁহার সঙ্গে নূতন সেব্য-সেবকরূপ মিথ্যা-সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক (পরকে আপন করার ন্যায়) যে তাঁহাকেই প্রাপ্তি, তাহা মূলতঃ সত্য-প্রাপ্তি হইলেও দুর্ভাগ্য মধ্যেই গণনীয়।

একটী ঘটনা দ্বারা এই ব্যাপারটীকে সম্যক উপলব্ধি করান যাইতে পারে যথা :— কোন সময়ে এক ব্যক্তির শিশু পুত্রকে ব্যাঘ্রে লইয়া যায়। পরে আর তাঁহার সন্তান না হওয়ায়, দৈব রক্ষিত ঐ স্বীয় পুত্রকেই, তাহার রক্ষক ও প্রতিপালক হইতে পোষ্য-পুত্র গ্রহণ করেন। পালক-পিতা-মাতার স্নেহে ও দয়ায় ঐ পুত্রের এবং পুত্রের নিয়মিত সেবা পূজা ও স্তুতি নতিতে পিতা মাতার আনন্দের আর সীমা থাকে না। কাল ক্রমে ঐ পূর্ব্ব রক্ষাকর্ত্তা দ্বারা যখন ঐ বালকের 'শিশু অবস্থায় ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক অপহরণ ও তাহা কর্ত্তৃক রক্ষা পাওয়ার' বৃত্তান্ত বিবৃত হয়, এবং

মুখে গোপ-গোপী-ভাব ঐশ্বর্য্যের দাস।
শুষ্ক বিধি-মার্গ-সেবা প্রসাদ প্রয়াস॥ ১৪
গোণা-গাঁথা-প্রেমে যার ভজনের সীমা।
কভু না স্ফুরিবে তাতে ব্রজের মহিমা॥ ১৫
ঐশ্বর্য্য-শিথিল চড়ে বিধি-ভক্তি-রথে।
ছার পোকার ন্যায় থাকে চিরকালই পথে॥ ১৬

সঙ্গে সঙ্গেই ঐ বালকের তৎকালীয় স্বরূপ অঙ্গাবরণ, হার বলয় ও নামাঙ্কিত পদকাদি প্রদর্শিত হয়, তখন ঐ পিতামাতা অঙ্গের অন্যান্য স্বরূপ চিহ্নাদিও বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, অপ্রত্যাশিত ভাবে মৃত বা হৃত পুত্রের পুনঃ প্রাপ্তির আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠেন। বালকও আপন পিতামাতাকে পাইয়া মা, মা, বাবা, বাবা বলিয়া কাঁদিয়া উঠে। তখন পরস্পরে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া আনন্দ-ক্রন্দনের রোলে কত কোটীক্ষণকে কাঁদাইয়া ভাসাইয়া দেন। অলক্ষিতে তাঁহাদের দেহ হইতে পালক পিতামাতার ও পোষ্যপুত্রের 'খোলস' খসিয়া যায় (কৃত্রিম স্বরূপের মৃত্যু হয়)। আসল পিতামাতা ও আসল পুত্র, আপন আলয়ে ও আপন গণ্ডিতে আনন্দে অধিষ্ঠিত হন। অতএব সত্য পুত্রের পোষ্যপুত্রত্বেরদ্বারা (মিথ্যা সম্বন্ধের দ্বারা) সত্য পিতার সহিত (পালক-পিতা-সম্বন্ধ-স্থাপন-রূপ) যে মিলন অর্থাৎ বিকৃত সম্বন্ধের দ্বারা যে প্রাপ্তি, তাহা মূলতঃ সত্য প্রাপ্তি হইলেও (এবং তদবস্থায় তাহা অতি মুখ রোচক হইলেও) ঐ সত্তা উভয় পক্ষেরই ঘোর দুর্ভাগ্যের দশার মধ্যে গণনীয়।

কৃষ্ণ উপলক্ষ মাত্র বিধি-সেবাই ধর্ম্ম।
যাত্রীকে দংশন করা হয় গৌণ কর্ম্ম॥ ১৭
ব্রহ্মাণ্ডের পতি যদি হন তাদের কৃষ্ণ।
ত্যজিতে এ ভব কেন এতেক সতৃষ্ণ॥ ১৮
'স্বামীর আলয়ে থাকি স্বামীর ইচ্ছায়।'
মুখে বলে, তবু ইহ ভাল নাহি ভায়॥ ১৯
'একলি ঈশ্বর কৃষ্ণ, সবই যদি ভৃত্য।'
পৃথক্ তহ্‌বিল তরে কেন করে কৃত্য॥ ২০
আপন লাভের চেষ্টা কর্ত্তা ভাণ্ডাইয়া।
কেন করে তায় ন্যস্ত কার্য্য উপেক্ষিয়া॥ ২১
যদি কৃষ্ণ ইচ্ছাময় ভক্ত প্রাণ ধন।
কিসে বাধে তাঁরে ইহ ভক্ত-সম্মিলন? ২২
"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজামি" কে।
অবিশ্বাস কেন করে, বাঞ্ছে তাঁরে দেহ-ত্যাগে?২৩

ব্রজের ভক্তের হয় স্বভাব স্বতন্ত্র।
পৃথক ধর্ম্মের জন্য না হয় উদ্‌ভ্রান্ত॥ ২৪

---

(২০) পৃথক তহ্‌বিল তরে— পুণ্যের জন্য।

(২১) উদ্ধারণে কর্ত্তার ক্ষমতার উপর আস্থা না থাকায় পুণ্যজনক পৃথক ধর্ম্মকর্ম্মের দ্বারা নিজে নিজে উদ্ধার হইবার চেষ্টা করে।

বরং অলক্ষিতে তাদের সঙ্গ ল'য়ে সদা।
ধর্ম্মই তাদের সেবা করেন সর্ব্বদা ২৫ ॥
'নিত্য বদ্ধ', 'নিত্যমুক্ত' জীবের প্রকার।
স্বভাব, সাধন, সিদ্ধি, কন শাস্ত্রকার ॥ ২৬
নিত্য-মুক্ত নিত্য কৃষ্ণ চরণে উন্মুখ।
নিত্য নব নব দেহে ভুঞ্জে সেবা সুখ ॥ ২৭
লীলায় পৃথক্ যদি করায়ই কোন কালে,
নিত্য-বদ্ধ সম বাঁধা দেখই মায়া-জালে— ২৮
তথাপি তাঁহারা মুক্ত—'পদ্ম-পত্র জলে'।
পরশাপরশ-গুণে মুক্ত সর্ব্ব স্থলে ॥ ২৯
সৎসঙ্গই দেন কালে ব্রজ-প্রেমাভাস।
বিধি নাচরিতেও রাগ পায় পরকাশ ॥ ৩০
'সে আমার' 'আমি তার' করায় স্ফুরণ।
মুহূর্ত্তে সাধন সিদ্ধি মুক্তের লক্ষণ ॥ ৩১

(২৯) পরশাপরশ গুণে— স্পর্শের দ্বারাও স্বভাব-সিদ্ধমুক্তত্ব হেতু অপরশের গুণে। (যথা পদ্মপত্রমিবাম্ভসাঃ)(ইহার বিপরীত ভাব শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামী বৃন্দাবনে মধুর ভাবের ভক্ত দিগের মধ্যে দৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাকে 'অপরশ-পরশ-রসানুভূতি' নামে উল্লেখ করিয়াছেন)।

ঊষার হাসি।

নীরবে মধুরে হাসি ঊষাদেবী কয়।
নিশির অধিকার গেছে নাহিক সংশয়॥
এবে দিবা প্রকাশিতে যতই থাক্ দেরী।
নিঃশঙ্কে বাজাও দিবার আগমন ভেরী॥

নৈষ্ঠিকের নিষ্ঠা পরিপাকের সময়।
বাহ্যিকে প্রচেষ্টা বাক্য কিছু নাহি রয়॥
কারণ অকারণে হর্ষ, আনন্দ-হুঙ্কার।
আবিষ্কার করে 'শুদ্ধ-সত্যের দুয়ার'॥

কর্ম্মিষ্ঠ কর্ত্তৃত্ব মানে, সেবা-আনুগত্য॥
গুরু-কৃপা দেন শক্তি নিরূপিতে তথ্য॥
ভক্তি-অভিষিক্ত-মন্ত্রে জনমে অঙ্কুর।
কালে শুদ্ধ-প্রেম-পুষ্পে ফলে বিশ্বপূর॥

সে ফলের সুধা নাশে সত্তা মরণের।
বিভীষিকা ধায় হেরি হাসি ধরমের॥
যায় তাপ, জাগে শান্তি, ঘোচে হাহাকার।
'ঐ সে সত্যের আলো' কর নমস্কার॥

দ্বিতীয় প্রস্রবণ।

অচেনা পথের যাত্রী।

(মোরা) অচেনা পথের যাত্রী।
(আছ) কোথা মা জগত ধাত্রী!
কোন্ সকাল হ'তে, নামায়েছ পথে,
কোথাও বসিনি' শ্রান্তি জুড়াইতে;—
ঐ সন্ধ্যা এ'ল না পেনু পৌঁছিতে.
সুমুখে বিঘোরা রাত্রি।

(মোরা) অচেনা পথের যাত্রী!
দেহে নাই বল, পরাণ বিকল,
বুঝি মা মোদের এ যাত্রা বিফল?
তুমি 'মা' থাকিতে মোদের একি ফল—
(মোরা) অকৃপার পাত্র পাত্রী?
হায়, অচেনা পথের যাত্রী।

সুর—গৌরী-মিশ্র—কাওয়ালী।

(শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ সান্ন্যাল ভাগবত ভূষণ শাস্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক সুর ও তাল সংযোজনা করিয়া দিয়াছেন)।



ওকি ?
দৃষ্টির ভিতর প'ড়লো কি অই, দূর-দূরান্তে নিবিড় কালো।
শীর্ণ শিশুর দীর্ণ প্রাণে জা'গলো কেন আশার আলো ?
এজগতের যাহা কিছু, ধ'রতে গেলাম আপন ব'লে।
ফিরেও আমায় চাইলনা কেউ, আপন মনেই গেল চ'লে॥
উপেক্ষা ও অনাদরে নিভ্‌লো ক্রমে আঁখির তারা।
মূর্ত্তিমন্ত এই যে বিশ্ব 'আমি' শুদ্ধ হ'লেম হারা॥
কি জানি সে কতক্ষণ,——মাস, বছর, কি যুগান্তর।
সুষুপ্তি, কি জাগরণ, জীবন্ত, কি দেহান্তর ?
হঠাৎ পুনঃ কেমন ক'রে পেলেম আমায় "নাই"র মাঝে।
আঁখির পারে, স্মৃতির ধারে, কেমন মধুর আঁধার রাজে !
কার মুরতি উ'ঠ্‌লো ফুটি, দেখ্‌রে নয়ন, ঐ কালিমায় !
দুরদৃষ্টে হারিয়ে ছিলাম, প্রসূতি মোর, এই 'কালী'-মায় !!
মা, মা, মা, মা, কোথায় ছিলি ? ছিলাম মাগো, বড়ই দুখে !
নে মা কোলে বরাভয়ে ! জুড়াই জ্বালা তোর ঐ বুকে !!

মায়ের কথা।

(১)

আমি কেবল 'তোদের মা', 'তোদের মা' বাপ ! 'তোদের মা'।
এ ছাড়া আর কিছুনা বাপ ! আর তো আমি কিছুই না॥
দৈন্য এত শিখ্‌লি কোথায়, স্তুতি-নতি, কৃতজ্ঞতা।
কার্য্য-কারণ-ময়ি ভক্তি, পরের 'মায়' প্রযোজ্য যা-তা !
জানিস্ কিরে 'কেবা তোরা' ? (মোর) হৃদ্‌পিণ্ডের প্রস্রবণ।
নো'স্‌রে প্রার্থী, কৃপাপাত্র, নোস্‌রে হীন কি অকিঞ্চন॥

(২)

মাতৃ-স্নেহ-কার্য্য, নহে কর্ত্তব্যেরি অভিনয়।
সে রাজ্যের ছায়া, দয়ার কল্পনারও দূরে রয়॥
সে কৃতিকে ছাঁচে ঢালি, বিধি-সিদ্ধ আখ্যা দিলে,
প্রীতিভরে প্রশংসিয়া কৃতজ্ঞতা বিজ্ঞাপিলে,
মায়ের প্রাণে বড়ই বাজে, বজ্র-ব্যথা অপমান।
স্বভাবের এ স্বতঃ ক্রিয়ায় নাই কোন দান প্রতিদান॥

(৩)

শিখ্‌লি যদি আমি সত্য ভুক্তি-মুক্তি-প্রদায়িনী।
আমিই সৃষ্টি, আমিই স্থিতি, মহাপ্রলয় বিবর্ত্তিনী॥
আমিই যদি মহাকালী কালভয় নিবারিণী।
আমিই কর্ত্রী, জগদ্ধাত্রী, সুখ-শান্তি-বিধায়িনী॥

তোরা যদি মোরই পুত্র, আমিই যদি তোদের মা।
বুঝেই থাকিস্ তোদের 'মা'ই সত্য-সর্ব্বমঙ্গলা॥
তবে তোদের ভয় কেন হয়, স্তুতি নতি কেনই আসে?
শুদ্ধা শান্তি, নিত্যানন্দ কেনই না ও মুখে ভাসে?
নাই যদি কিছু বুঝিস্, কিছুতেই বিশ্বাস্ ও নয়।
কেনই করিস্ কৃত্রিমতার শুষ্ক সাধন অভিনয়?
মাকে ছেড়ে মায়ের তত্ত্বে কেন্‌বা তোদের মতি ধায়?
তৃষ্ণাতুরে জলের তত্ত্বে, কখনোকি তৃষ্ণা যায়?
যা হ'তে তোদের জন্ম, সে যদি দুর্জ্জেয় হয়।
জানিনা সে জ্ঞেয়-তত্ত্ব তোদের পক্ষে কি'ইবা রয়!
যে গাছের কলম তোরা, তার যদি এতই গুণ।
তোদেরও তবে স্বভাব-সিদ্ধে একটুও নহে ঊন॥

(৪)

আরও বল্‌তো, ডাকিস্ মোরে নামটী ধ'রে কেমন ক'রে,
হতাশে কি অনুরাগে, কাল্‌ভয়ে, কি স্নেহ করে?
নাম ধ'রে মায় ডাক্‌তে মানা প্রচলিত যে প্রবচন।
এ কোন্ বিধি গড়্‌লি তোরা, নাম ধরাটাই সুবচন?
নামে যদি ফলই থাকে, তোদের কি সে ফলের অভাব?
যা বিলাবি পর্‌কে তোরা, তারই কিনা গড়িস্ অভাব?

'মা'য় জাগাতে সন্তানের একটী মাত্র মন্ত্র— 'মা'।
এ ছাড়া বাপ্, কোন ডাকেই আমার ঘুম্‌তো ভাঙ্গেনা॥

(৫)

পর সমক্ষে সতীর স্বভাব স্বামীর আঁড়াল হ'য়ে থাকা।
তাই আমার 'শঙ্করী' 'শিবা' 'ভবানী'তে আত্ম রাখা॥
শিব-শক্তি অনুভবি পরে বলে 'হর-রমা'।
'শম্ভুদারা' 'ভবজায়া' 'শিবানী' ও 'ভবানী' মা॥
পুত্র কি তাই ডাক্‌বি মাকে পিতৃ-পত্নী-হৈতুকী-'মা'
কে শিখায় এ নির্লজ্জতা, শিষ্টাচারেও কি বাধেনা ?

(৬)

কোন্ নিঠুরে দেখিয়ে দিল পুত্রে মায়ের বিভীষিকা !
কোন্ পাষাণে শিখিয়ে দিল গুণগণিয়ে মাকে ডাকা !
কোন্‌বা হতদৈব আমার সন্তানেকে ক'রলো পর !
স্বভাব সিদ্ধ স্নেহের ভোগে, ছেলের কেন লাগে ডর ?
ঝাঁপিয়ে বুকে আস্‌তে নারিস্ দূরে থেকেই নমস্কার।
করযোড়ে কৃপা ভিক্ষা কেনই করিস্ বারম্বার ?
চক্ষুবুজে, অন্ধ সেজে, ভিক্ষু হ'য়ে দাঁড়িয়ে দ্বারে,
ভিক্ষা দেমা দয়াময়ি, ডাকিস্ যখন করুণ স্বরে।
দৃশ্যে আমার দৃষ্টি হরে, শব্দে আনে বধিরতা।
পুত্র-শোকের অশ্রুঝরে, প্রার্থীরূপে বুঝ্‌বি কি তা ?

নির্ম্মম সে বিধির কাছে তোদিগকে ভিক্ষা চাই।
তার যা দিয়েছে তোদেক্ কেড়ে নিক্ সে সেসব ছাই ॥

(৭)

মোদের যে সব ধনৈশ্বর্য্য, তোরাই তো তার অধিকারী।
আপন হাতে সে ভার নিতে, কেনই এত ব্যস্তভারী ?
মোরা যদ্দিন্ আছি বেঁচে, কেনই সে ভার নিতেই গেলি ?
শিশুর স্বভাব সরলতা শুদ্ধানন্দ কেন্ হারালি ?
লাভের মধ্যে কর্ম্মভোগ শিয়াকুলের কাঁটায় প'লি।
একছাড়াতে আনে বেড়ে, যুগযুগান্ত কেঁদে ম'লি ॥
মা ভিন্ন আর যাহাই ভেবে, ধর্‌তে গেলি অবোধ ছেলে।
দুর্ভাগ্যকেই ধ'র্‌লি এঁটে, দূরে গেলি আমায় ফেলে ॥
তোদের গড়া সেই স্বরূপে কি যে কষ্টে ছিলাম আমি,
তোরা সিদ্ধির নেশার ঝোঁকে কাট্‌লি দিব্যি দিবস যামি ॥
ভাগ্য আমার ভাঙ্গ্‌লো তোদের সিদ্ধি-তত্ত্ব-নেশার ঘোর।
এত দিনে জুড়াইল এ দুখিনী মায়ের ক্রোড় ॥

(৮)

বাইরে কভু যেওনা বাপ, শান্ত হ'য়ে খেল ঘরে।
বাইরে ভ্রান্তি, কর্ম্ম শ্রান্তি, তাপ-তৃষ্ণায় দাহ করে ॥
ভীমা মায়া— ছায়ার কায়া মোহতৃপ্তি জোগায় নরে।
সে মদ পানে, রয়না জ্ঞানে, সত্য-শূন্যে আপন করে ॥

যাক্ মরুক্‌গে সে সকল্ ছাই, আগাগোড়া যাও তা ভুলে।
কর্ণ মনে ঢাল সুধা—'মা' 'মা' বল হৃদয় খুলে॥

ছেলের কথা।

মায়ের পূজার কি উপচার দিবিরে বল্ বোকা ছেলে?
(তাতে) আয়োজনের নেই প্রয়োজন বুঝ্‌বি মনের ধোকা গেলে।

১

ক'র্‌বে ছেলে মায়ের পূজো,
বাজ্‌বে শাঁখ আর ঘণ্টা কাঁসি
লম্বা লম্বা আওরাবে স্তব,
শু'নে আমার পায় যে হাসি;
এমন ধারা বেকুব বা কে,
পর ক'রে দেয় আপন মাকে?
চরণ তলে থাক্‌তে কে চায়
মায়ের কোলের দাবী ফেলে!

২

(তুই) মুখে ডাকিস্ 'মা' 'মা' ব'লে,
মনে ভাবিস্ মা বিশ্বরাণী,
তাতেই এত পূজার ঘটা,
তাতেই এত চাটু বাণী;

ভাব্‌লে মা অই সত্যিকার
(অত) খোযামুদীর ধারতিস্‌ নে ধার,
দাবী আর আব্‌দারের জোরেই
উঠ্‌তিস্‌ কোলে অবহেলে।

৩

মারে তুই আর কি দিবিরে—
ছেলের কাছে মা কি চায়?
শুধু, "মা" ডাকের মা কাঙ্গালিনী,
তুই, "মা!" "মা!" ব'লে ডাক্‌না মায়—
আহ্নিক প্রাণায়াম আর জপ,
শিকেয় তু'লে রাখ্‌না ও সব,
মায়ের ছায়া মিল্‌বে ওতে,
সত্যি মা কি ওতে মেলে?

৪

মরম ছেঁড়া 'মা' 'মা' ডাকের
শক্তি কত জানিস্‌ কি তা?
প্রাণারাম প্রাণায়াম সে
মহান্‌ আহ্নিক অগ্নি-গীতা—
প্রাণ মাতান মোহন-মন্ত্র,
মা'য় জাগান যাদু-যন্ত্র,
শ্রুতির চেয়েও শ্রুতি মধুর
বেদান্তে না অন্ত মেলে।

*সুর —বিভাস।

আমার সৌভাগ্য ক্রমে পল্লীশ্রীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মানসী ও মর্ম্মবাণীর লেখক—সুধীশ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ সান্যাল ভাগবত ভূষণ, শাস্ত্রী মহোদয় "নির্ঝরিণী"কে প্রেসে দিবার পূর্ব্বে যখন অনুগ্রহ করিয়া দেখিয়া দেন, তখন "মায়ের কথার" প্রসঙ্গে তাঁহার রচিত একটী প্রাণ-স্পর্শী সঙ্গীত আমাকে শোনান। আমি সেটীকে তাঁহার অনুমতি ক্রমে "ছেলের কথা" নাম দিয়া নির্ঝরিণীর স্রোতেই ভাসাইয়া দিলাম। ইতি—শ্রীস্রোতবাহী

শক্তি বালিকার কৃষ্ণ-প্রীতি দর্শনে

নমো ভগবতে নিত্য-মনুষ্য-রূপায়।

(১)

যার,

মায়ের রূপে জগত আলো,
সে কেন ভাল বাসে কালো?

(২)

মায়ের কোলের দুধের ছাওয়াল,
সে আবার হয় কিসের কাঙ্গাল,
কার রূপ মোহে তার দিঠি?
মা ভিন্ন যার নাইকো জ্ঞেয়ান,
মন ভরা যার মায়ের ধ্যেয়ান
কাররূপ লাগে তার মিঠি?

(৩)

মায়ের কুন্তল লোটে পিঠে,
দেখে চেয়ে সে এক দিঠে,
কি যেন কয় ক'রে কত রঙ্গ।
ক্ষণে চুম্বে ঘনে ঘন,
ক্ষণে গম্ভীর আন্ মন,
ক্ষণে হেসে দেখায় ভ্রূ-ভঙ্গ॥

(৪)

পাড়া পড়সী মেয়ের দলে,
নীল সাটী কেউ প'রে এ'লে,
ক্ষুদ্র হাতে দুনয়ন ঝাঁপে।
দেখ্‌তেও যে তার কত সাধ,
তবু যেন কি পরমাদ,
পুলকে পূর্ণিতবপু কাঁপে॥
বলি, আলোতে জনম যার,
কালো কি সর্ব্বস্ব তার?

(৫)

নব চলন্ত মেঘের পানে,
চাহে সে কত ব্যাকুল প্রাণে,
করে যেন আঁখি বিনিময়।

যেই মেঘেতে ঝরে জল,
কেঁদে অম্‌নি হয় বিকল,
অবসাদে লুণ্ঠিত ধরায় ॥
বাল্যকালে এ কি ব্যাধি,—
কৃষ্ণ রূপে পূর্ণারতি ?
সুধাইব কাহার কাছে,
কাল রূপে কি মানুষ আছে ?

(৬)

রসায়ন শাস্ত্রকারে
'সপ্তবর্ণ' সংজ্ঞা করে,
রূপের শেষ- শুভ্রতারে
বলে সপ্ত- সমন্বয় ।
(ঐ) বর্ণ লুকায় 'যার' উদরে,
'অরূপ আধার' বলে তারে,
আলো যারে দেখ্‌তে নারে,
'কৃষ্ণ' নামে উক্ত হয় ॥

বলি, সেই আঁধার কি ঘন হয় ?
আপন হ'য়ে কথা কয় ?

(৭)

সেইযে 'অরূপ' কি অপরূপ,
ঘন কৃষ্ণতায়,—
ভরা, আদর সোহাগ, প্রেমানুরাগ,
শান্তি স্নিগ্ধতায় ?
আহা, এমন কি মোর ভাগ্য হবে,
সেই 'মানুষে' দেখা দেবে ?

মন্তব্য— লৌকিক জগতে একমাত্র পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ-সর্ব্বস্বা কন্যা. কৈশোরে পা দিতেই, পিতা মাতা হইতে পৃথক ও মনোহারী একটী "রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শে" তাহার চিত্ত বৃত্তিকে অজ্ঞাতে আকর্ষণ করিয়া, গণ্ডির বাহিরে আনিতে আরম্ভ করে। ঐ প্রিয় আকর্ষণকে লুকাইয়া রক্ষা করিবার চেষ্টা বা অপরাধ হইতেই লজ্জার জনম হয়। পিতা মাতা সময় বুঝিয়া, কন্যাকে জামাতার করে সমর্পণ করেন। সৃষ্ট-প্রকৃতি (জীব) সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। শিব 'পিতা,' শক্তি 'মাতা,' স্বামী 'কৃষ্ণ'। কলিকা কাল পর্য্যন্ত জীব 'শৈব এবং শাক্ত' বিকাশে 'বৈষ্ণব'— কৃষ্ণভক্ত।



তৃতীয় প্রস্রবণ।

শ্রীশ্রীগুরু মূর্ত্তি।

স্বভাব সুন্দর স্নিগ্ধ সরল সুহাসি মাখা,
শরতের সুনির্ম্মল শশধরে সরমিয়া,
যে আনন শোভা করে সোহাগ সৌন্দর্য্য ভরে
শুদ্ধ সত্ত্বময় শ্যাম-ভক্ত-হৃদি বিনোদিয়া—
কেমনে ভুলিব সে মুখ আমিত্ব না বিসর্জ্জিয়া।

অনুরাগে আদরে এঁকেছি হৃদয়ে যারে,
সুষমা শোভিত শুভ্র চিদ্‌ঘন শশী রাকা,
যে আনন নিশি দিশি, বিমল কৌমুদী রাশি
বিকাশি বিতাড়ে প্রাণের বৈকারিক বিভীষিকা।
জ্যোছ্‌না উদ্ভাসে তমি-মায়া-মরু-মরীচিকা॥

যার নিত্য নিরমল সুধাধারে অবিরল,
মুঞ্জরিছে শুষ্কপ্রাণে ভক্তি লতা পরকীয়া,
অমিয় কিরণ যুক্ত সরস শিশির সিক্ত,
প্রেম-পীযূষ পূর্ণ প্রসূন পূরিত হিয়া—
অনন্ত দিগন্তে গন্ধ ব্যাপিয়াছে আমোদিয়া॥

সেই শান্ত,

সৎচিৎআনন্দের সৌম্য তুলিকায় আঁকা,
স্বরূপ বৈভব ছবি মায়িক বৈভবে ঢাকা,
অমর মরত-চিত্র মর-নেত্রে নিরখিয়া,
কেমনে ভুলিব বল আমিত্ব না বিসর্জ্জিয়া ?

স্মৃতি।

(১)

কাহার মধুর কথা, কাহার গৌরব গাঁথা, ঝঙ্কারে শ্রবণে ?
কাহার মধুর মূর্ত্তি, কাহার জীবন্ত স্ফূর্ত্তি, বিকাশে নয়নে ?

(২)

কাহার সুরভি স্মৃতি, কাহার যশস্বী কৃতি, পড়য়ে স্মরণে ?
কাহার শীতল স্পর্শ, পুলক আনন্দ হর্ষ, প্রভাত পবনে ?

(৩)

কাহার উন্মাদী গন্ধ, শ্লথ করে কর্ম্ম বন্ধ, ছোটায় গহনে ?
কাহার অমৃত দৃষ্টি, করে পূত-প্রেম-বৃষ্টি, এ মরু জীবনে ?

(৪)

কাহার উজল আস্য,আতট-বিজলী-হাস্য,সৌভাগ্য স্বপনে ?
অধরে মধুরে গণ্ডে, প্রতিদান ছলে দণ্ডে, নিবিড়ে বন্ধনে ?

(৫)

স্থাবর জঙ্গম চয়, কাহার অস্তিত্ব বয়, গৌরবে গোপনে ?
সাগর অম্বর-ময়, কেবা বিশ্ব জুড়ি রয়, সৌরভে শোভনে ?

(৬)

কাহার বিরহ তাই, যুগান্তেও নেভে নাই, রেখেছে দহনে ?
কেবা সেই জন তারে, পুন পাব কোথাকারে, কবে বা ?
কেমনে ?

হা কৃষ্ণ ! হা কৃষ্ণ ! *

বিরহেতে পুড়ি পুড়ি হ'য়েছে সে কৃষ্ণ।
স্মৃতিও স্মরিতে নারি নাম দেছে 'কৃষ্ণ' ॥
জলদে সোঙ্‌রে সদা চাতক সতৃষ্ণ।
পি-পি-পি-পিয়াসী মুই 'হাকৃষ্ণ' 'হাকৃষ্ণ' ॥
ভাষা লুকাইয়া গেছে ভাব অন্তরালে।
ভাবও বিহ্বল প্রায় কিছুই না বলে ॥

* চির প্রেমবান সে আমার, আমার বিরহে নিশ্চয়ই কাল হইয়া গিয়াছে। অতিরিক্ত আদর পে'য়ে পে'য়ে আমার আত্মাভিমান আমাকে এমন বিমুগ্ধও

আঁখি না নিরখে স্মৃতি সরমে আকুল ।
মরমে বিঁধেছে সারা জীবনের ভুল ॥
'সে যা— তাই' তবু তারে প্রতিক্ষণ পল।
অলখি উপেখি পীড়া দিয়েছি কেবল ॥
এবে মু, কি মুখে তার চাহি মুখ পানে।
চির সে চাহিয়া গেল করুণ নয়ানে।
শেষ আঁখি মুদি কাঁদি 'হাকৃষ্ণ' 'হাকৃষ্ণ'।
জীবনেও শত ধিক্ মরণেও বিতৃষ্ণ ॥
রূপ রস শব্দ গন্ধ পরশন পাতি
অনাদি হইতে কত সাধি দিবা রাতি,
এ মোকে সুমুখে দেখি দুটী বাহু তুলে,
কতবার দাঁড়াইল গতি প্রতি কূলে ;
"এইবার"-ব'লে যেই ভাসিল উচ্ছ্বাসে,
অবিকারী ভানে, পাশ কাটি অনায়াসে,

বিমুখ ক'রে রেখেছিল, যে আমি তাহার রূপ রসশব্দ গন্ধ স্পর্শ প্রতিমুহূর্ত্তেই উপেক্ষা ক'রে চির অপরিচিতের ন্যায়, নিঃসম্পর্কিতের ন্যায় গর্ব্বভরে পাশ কাটিয়ে দুর-দুরান্তে চ'লে এসেছি। ধারণেন্দ্রিয়গণকে তাহার সম্বন্ধে নিরোধ ক'রে রাখার ফলে তার সবই এখন 'কৃষ্ণ'(অন্ধকার)। স্মৃতি সরমে আকুল। ভাষা স্বামীর (ভাবের) পেছনে গিয়ে লুকিয়ে আছে! ভাবও বিহ্বল প্রায় ; ভালক'রে কিছু বল্‌তেও পারে না। আকার ইঙ্গিতে যা

চিরাপরিচিত যনু করিনু উপেখা।
কেবা ব'লে দেবে এবে কাঁহা পাই দেখা ?
বিরহে সে পুড়ি পুড়ি হ'য়ে গেছে 'কৃষ্ণ'।
স্মৃতিতেও স্মরিতে নারি—'হাকৃষ্ণ' 'হাকৃষ্ণ'
'হাকৃষ্ণ' 'হাকৃষ্ণ' এবে রসনার ধন।
'হাকৃষ্ণ, 'হাকৃষ্ণ' মোর জীবাতু* জীবন ॥
শ্রীগুরু শ্রীজগদ্বন্ধুর কৃপার ক্রীত দাস।
'হাকৃষ্ণের' এই পূর্ণ কৃপা সদ্যঃ করে আশ ॥

বলে, তাতে মনে হয় 'সে বড় সুন্দর ছিল, সে বড় প্রেমবান্ ছিল'। থাক্‌লে কি হবে,— আমার বিরহে তার সমস্ত সৌন্দর্য্য পু'ড়ে পু'ড়ে নিশ্চয়ই 'কৃষ্ণ' (কাল) হ'য়ে গেছে। তাকে আমার খুঁজে বে'র ক'রতেহ'লে 'কৃষ্ণ'রূপই ধারণা ক'র্‌তে হবে। কি যে মিষ্ট, কি যে সুন্দর তার নাম ছিল, তা যখন স্মৃতি স্মরণ ক'রতেই পারেনা, তখন আমার সেইচির-আপন, চির-প্রেমবান্ অন্ধকারময়- বিগ্রহকে 'কৃষ্ণ' নামেই অভিহিত ক'রে 'হাকৃষ্ণ-হাকৃষ্ণ'ই জীবনের সার সঙ্গী করেছি।

* জীবাতু— জীবন রক্ষার মহৌষধি।

জাগরণ।*

কার আবাহন, গভীর ওঁকার, পশিল মরমে মোর।
কোন্ অনাদির, আত্ম-বিরহিত, ভাঙ্গিল এঘুম ঘোর ?
কেবলি স্বপনে, কি যে অনারামে, সতত আছিনু মুগ্ধ।
কি যে সুখ দুখ, নিরাশা উচ্ছ্বাস, করিতে আছিল ক্ষুব্ধ ॥
স্বরূপ আমার গেছিলো লুকা'য়ে, চির বাসনার দাস্যে।
আমি যার তারে দিছিলো ভুলা'য়ে মোহের মদির-লাস্যে ॥
অহো ধিক্ মোরে, কঠিন কপটে, প্রিয় অপমানকারী।
কিব'লে বুঝাব, প্রভুহে তোমায়, পাপ অপরাধ হারি !
না তুমি জাগা'লে হে চির করুণ, কিহ'তো দাসের গতি ?
অথবা জানিয়ে এত অকরুণ কে হয় দাসের প্রতি ?
কি যে খেলা তব, বুঝিনা মাধব, নৈলে কাহার শক্তি,
তব প্রেম হ'তে কাড়িয়া করায় কামে ঘোর অনুরক্তি ?
তুমিই লীলাময়, মোহিয়া মায়ায় জীবেরে আনহ বশে !
বুঝিতে না দিয়ে, অনন্ত হইয়ে, আস্বাদ অনন্ত রসে !!
গেল সব দুখ, হে চির দয়িত ! কি তব সাধিব সাধ।
করহ আদেশ ওহে হৃষীকেশ, ক্ষমি সব অপরাধ !!

* এই যে জাগরণময় মানব জীবন, ইহা প্রকৃত পক্ষে মায়াঘুমের স্বপ্ন-জীবন। এই নিদ্রা বা ভ্রান্তির নিরসনে আত্মজ্ঞানলাভমূলক যে অবস্থা তাহাই প্রকৃত জাগরণ।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

শ্রীগুরু।

(১)

গুরু সত্য, গুরু নিত্য, গুরু ভগবান।
গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি করায় অজ্ঞান॥
আপনার তত্ত্ব, অভিধেয়, প্রাপ্তি জ্ঞান।
সঞ্চারিতে জীবে, গুরু—প্রকট অভিধান॥
কিঞ্চিৎ থাকিতেও মায়ার আভাস।
গুরুর স্বরূপ মূর্ত্তি না পায় প্রকাশ॥
নশ্বর দেহের জন্ম মৃত্যু সুনিশ্চিৎ।
সচ্চিদানন্দময়ে সে নহে বিহিত॥
স্বরূপে জঙ্গম-ব্রহ্মে অভিন্ন সত্তায়।
ভৌতিক বিকৃতি যত চিন্ময়ে না ভায়॥
প্রকটাপ্রকট মায়িক মিলন বিরহ।
প্রবর্ত্ত সাধকে সীমা, সিদ্ধে নাহি থেহ॥
গুরু কৃপা স্নিগ্ধ কোটী চন্দ্রের প্রভায়।
অবিদ্যার অন্ধকার সদ্যঃ নাশ পায়॥
বাজে বংশী বাজে, চিত্ত করে আকর্ষণ।
গুরু কৃষ্ণ মূর্ত্তে করেন শ্রীবংশীবাদন॥

সে কৃপা স্বয়ং প্রেমা মূর্ত্তিমতী জানি।
কভু সাধনার অগ্রে কভু অনুগামী ॥
সে কৃপার, কৃপার অবিচিন্ত্য লীলা শক্তি।
অসাধনেও দেন জীবে প্রেম পরাভক্তি ॥
সকৃপ শ্রীগুরু পদে কোটী পরণাম।
সর্ব্বজীব হৃদি করু নিত্যানন্দ ধাম ॥
একল ঈশ্বর তুমি, স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
বিমুখী জনার চিত্তে হও সুধাকর ॥
জীবের দুর্গতি প্রভু দেখা নাহি যায়।
দেও শান্তি, হে জীবেশ, ধরি তব পায় ॥
শ্রীগুরু শ্রীজগদ্বন্ধুর কৃপার ক্রীত দাস।
কাতরে করুণা মাগে পূর্ণ কর আশ ॥

শ্রীগুরু।

(২)

সাজাইয়া দেও তুমি নিত্য নব বেশ।
ইচ্ছা তব জন্মাইব আনন্দ অশেষ ॥
মোহ মুগ্ধ হ'য়ে স্বীয় চমৎকারিত্বে।
তোমা ভুলাইতে গিয়া ভুলি নিজ তত্ত্বে ॥

ছদ্মবেশই মনে হয় নিজের স্বরূপ।
দেহে জন্মে আত্ম-বুদ্ধি মমতানুরূপ ॥
আমি যে তোমারই প্রিয় চিত্তের বিকার।
তোমারই আনন্দ-দাস্য কর্ত্তব্য আমার ॥
মোর যে পৃথক্ সত্তা, তোমারই যে লীলা।
অনন্ত রসের আস্বাদ করাই অছিলা ॥
সব ভুলি, সুধু আত্ম-সুখে হই রত।
আত্ম-রক্ষা-ধর্ম্ম-কর্ম্ম চিন্তায় বিব্রত ॥
কি এ দৈব, কেন হয় এতেক প্রকার।
ভাল মন্দ কর্ত্তা তুমি, বিদিত তোমার ॥
মোরা 'জড়' যার আকর্ষণ বেশী হয়।
অবিরোধে দেখি নিত্য টানিয়াই লয় ॥
নিশ্চয়ই আছয়ে ইথে কর্ত্তার চাতুরী।
ও ইচ্ছার কাছে কার খাটে ভাঁড়ি-ভুঁড়ি ॥
'বিমুখ-উন্মুখ'-নামা এই লীলা-পর্ব্ব।*
'বিমুখাঙ্ক বেশ করেছি' এও মোদের গর্ব্ব ॥
আর না বাড়ায়ে 'উন্মুখ' হয় আরম্ভন।
অভিনয়-ক্লান্ত দাসের এই আকিঞ্চন ॥

* তুমি আমাদের দ্বারা একটা দ্বিঅঙ্ক বিশিষ্ট 'বিমুখ-উন্মুখ' নামক নাটকের অভিনয় আরম্ভ করা'য়েছ। অভিনবত্বে তুমি একদিকে যেমন

(৩)

তোমা ভুলি জগজ্জীবে কি যে দুখ পায়।
কি বিষাদে, কি আস্বাদে মায়ার লাথি খায়॥
তুমি কি বুঝিবে নাথ, কি যে দুখ রাশি।
নিশি দিন করে ভোগ তব দাস দাসী॥
তুমি কি বুঝিবে, তোমা না পরশে মায়া।
(নতুবা) মুহূর্ত্তে মলিন হ'তো (ঐ) চিদানন্দ কায়া॥

অপূর্ব্বভাব ও রস-নাট্যের স্রষ্টা, অন্যদিকে তেমনি অক্লান্ত পলকহীন আনন্দময় দ্রষ্টা। কিন্তু আনন্দে আমাদের মূলের খবর (স্বরূপশক্তির সামর্থ্য ও সত্তার অবলম্বিত কালের খবর) বোধহয় তুমি ভুলিয়াই গিয়াছ। অপরিকল্পিতদীর্ঘ বিমুখাঙ্কে আমাদের পূর্ণ কৃতিত্ব প্রকাশ পাওয়ায়, অভিনেতা স্বরূপে গর্ব্বিত হইবার যথেষ্ট কারণ জন্মিয়া থাকিলেও, আমাদের এই কৃত্রিমতার অন্তরালে মূলে (মূল স্বরূপে) আমরা বড়ই ক্লান্ত। আর যে পারিনা প্রভু, যদি আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে চাও অর্থাৎ বিমুখী বাসনার দীর্ঘসঙ্গ হেতু কাঁচপোকার বিবরস্থ সঙ্গিকীটের পরিণতির ন্যায় জীবত্বের নাশ এবং বিক্ষিপ্তা বাসনার অনুপ্রবৃত্তি মূলক কোন এক বৃত্তিরূপা সত্তায় পরিণতি দেখিতে না চাও, তবে এখনই এ অঙ্কের অবসান ঘটাও এবং দ্বিতীয় অঙ্কের আরম্ভন করাও। নতুবা অভিনেতা হিসাবে এবারকার মত আমরাও যেমন অপূর্ণ রহিয়া যাইব, তুমিও তেমনি অর্দ্ধরস (কেবল মাত্র বিমুখ রস) আস্বাদন হেতু দ্রষ্টা ও স্রষ্টা হিসাবে অপূর্ণানন্দরস-স্বরূপ হইয়াই থাকিবে।

তুমি শুদ্ধ সত্ত্ব, সৎ, মায়া তব দাসী।
তোমার রেখেছে মান তোমা না পরশি॥
ক্ষণেক করিত সেবা যদি সে রাক্ষসী।
চির লুকাইত তোমার ঠাকুরালী হাসি॥
'তুমি না স্বাদিলে এ দুখ' এই দুঃখ রইল মনে।
মায়া-পদ-পিষ্ট-দাসে জাগে অভিমানে॥

তবে, যদি দিলে দেখা, হে জীবন সখা!
পুন ব'লে রাখি তোঁহে।
আপনার জনে, রাখিও নয়নে,
পুনঃ না গরাসে মোহে॥

রাখিও বাঁধিয়া কৃপাডুরী দিয়া
ওরাঙ্গা চরণ সঙ্গে।
যাতে তাতে থাকি ইহ পর বা কি,
তব সেবা-রস-রঙ্গে॥

তোমার সহিতে কর্ম্মানুভূতিতে
রাখ মোরে ক'রে যুক্ত।
তবে মায়াদাসী আনন্দেতে হাসি
ক'রে দিবে চির মুক্ত॥

"যে যথা চাহিবে সে তথা পাইবে"*
এ তব প্রতিজ্ঞা জানি।
কর্ম্ম অনুবন্ধে মায়ার প্রবন্ধে
ছেদহ সম্বন্ধ খানি ॥
শ্রীগুরু শ্রীজগদ্বন্ধুর কৃপার ক্রীতদাস।
প্রার্থনা করয়ে তব সঙ্গ সুপ্রকাশ ॥

শ্রীগুরু।

(৪)

প্রভু, তুমি কৃপা ক'রে প্রতি জীবাধারে
স্থাপ 'পঞ্চরস'-ভাণ্ড।
সে রস-সুধায় নিশিতে দিবায়
মত্ত রাখ এ ব্রহ্মাণ্ড ॥

(শান্ত)

কা'রে, কর নির্ব্বিকার সাকার নিরাকার
সবাতে তোমার স্ফূর্ত্তি।
সুখে দুঃখে সম আনন্দানুপম
শুদ্ধ শান্ত-রস-মূর্ত্তি ॥

* যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং। গীতা

কিম্বা, প্রজা-শান্ত ভাবে এ সাম্রাজ্য ভবে
তোমারি আদেশ পালি।
রাম-রাজ্যে বাস করে শ্রীনিবাস
নিত্য সুখে গৃহস্থালী॥

(দাস্য)

কা'রে, রাখ নিজ দাস্যে, নিশ্চিন্তে সহাস্যে
গুরু জীব সেবানন্দে।
সংসারের ভার দায়িত্ব তোমার
অপরশ মায়া-গন্ধে॥

(সখ্য)

রূপে, গুণে, জ্ঞানে সম-অভিমান,
তবু, তুই আমার, আমারি পরাণ।
তো ভিন্ন জীবন মৃতেরি সমান"
কর সখা, জীবে এই সখ্য দান॥
যাতে, "যার বহে ভার করে তায় নির্ভর,
কায়মনোবাক্যে ক্রীড়া সেবাপর ;
তোমারি স্ফূরতি সখ্যের ভিতর"
কা'রে এ সংসার দেহ প্রাণেশ্বর !

(বাৎসল্য)

পুত্র কন্যা রূপে নিজেই জনমি,
এ ব্রজ-বাৎসল্য আস্বাদ আপনি।
গৃহে গৃহে তোমার জনক জননী,
নাচাবে খাওয়াবে ক্ষীর সর ননী।
তোমার ঐশ্বর্য্য, প্রভুত্ব, স্বাতন্ত্র্য,
হবে সেই শুদ্ধ-স্নেহ-পরতন্ত্র।
তুমি চির-যন্ত্রী, এবার হ'য়ে যন্ত্র,
পিতা মাতার করে বাজহ স্বতন্ত্র॥
কিম্বা, সন্তানে শ্রীরাধা কৃষ্ণের স্ফূরতি,*
প্রিয়া গৌর, সীতা রাম, শিব সতী"।
তথাহি সন্তানের পিতা মাতার প্রতি,
জন্মে জগৎ পিতা মাতার প্রতীতি॥
এই ভাবে স্নেহে ক'রে মাতোয়াল,
পিতা মাতার নাশ সংসার জঞ্জাল।
তোমার স্নেহ-সেবায় কা'ট্‌বে তাদের কাল,
বাঁধিবেনা তাদেক্ ভব-মায়া-জাল॥

* পুত্রে কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ, রাম বা শিবের স্ফূর্ত্তি এবং কন্যায় রাধা, বিষ্ণুপ্রিয়া, সীতা বা ভগবতীর স্ফূর্ত্তি যেন জন্মে। আর সন্তানেরও যেন পিতা মাতা সম্বন্ধে ভগবান ভগবতীর প্রতীতি জন্মে।

(মধুর)

'প্রকৃত প্রকৃতি সবে প্রাকৃত জগতে,'
তুমি জগতের নাথ জান ভাল মতে।
তব চিত্ত-বৃত্তি রাধা হইতে প্রকাশ,
সখীর মণ্ডলী, ক্রমে মঞ্জরী বিকাশ।
হ্লাদিনী হইতে জগৎ, দাসীত্ব তাহার
জন্ম সিদ্ধ ; -পদে রাখা উচিত তোমার।
তোমারি কর্ত্তব্যে ক্রটী— জীবের দুর্গতি।
তোমা ত্যজে, মায়া ভজে, তুমি যার পতি !
কণ-শক্তি জড় জীব কি'হবা তার স্থিতি ?
কি জানে সে আত্মরক্ষা, কি'বা তার কৃতি ?
তুমিই দি'য়েছ তার স্বরূপ প্রকৃতি।
তোমা হ'তেই সিদ্ধ তার স্বভাবের গতি ॥
অকৃতির অপরাধে ক্ষুদ্রতার সনে,
নির্গুণ ব্রহ্মের কক্ষা, লজ্জা বাসি মনে !!
নামে তুমি লোকনাথ পরম দয়াল।
দয়ার এই পরিচয়, জীবের বেহাল ॥
অনন্ত অধিক ক্রটী আছয়ে সৃষ্টির।
সেই পথে জীবে বাঁধে অপরাধ-বীর ॥

তোমারি সম্মুখে মায়া জীবে করে সাজা।
পুরুষ হ'য়ে কি গৌরবে সহ তুমি রাজা ?
তোমারি ইঙ্গিত ইহা মূর্খেও বুঝয়,
হাতের কঙ্কণ কেবা আর্সিতে দেখয় ?
একমাত্র কর্ত্তা তুমি কারণের কারণ।
'কর্ম্মকর্ত্তা জীব' মিছা নিন্দ অকারণ॥
কর্ম্মেতে প্রবৃত্ত করি, পশ্চাতে বিচারে,
পুরস্কারে তিরস্কার কেবা দেয় কারে ?
বল্লেই কি লজ্জা পাবে, কারইবা ধার ধার !
(নৈলে) সর্প হ'য়ে দংশ, পুনঃ ওঝা হ'য়ে ঝাড় ?
যথেষ্ট হ'য়েছে স্বভাব কর সম্বরণ।
তোমার আমোদ বটে অন্যের মরণ॥
এখনো করুণা কর ছাড় বাড়া বাড়ি।
নতুবা ভাঙ্গিব তোমার 'স্বগুণের হাঁড়ি'।
গর্ব্বে 'পূর্ণ-সর্ব্বেশ্বর,' 'দোষের কর্ত্তা জীব !'
অমৃত— সে দেব-ভোগ্য, বিষের বেলায় শিব !!
নিজে যে নির্দ্দোষ তার অগ্রিম প্রমাণ,
না চাহিতেও গীতা-মুখে করিয়াছ দান।
"নিষ্ক্রিয় কর্ত্তৃত্ব তোমার জীবের ক্রিয়া বশে,
ক্রিয়াশীল হ'য়ে জীবের উপকারে আসে।"

নিছক এমন মিথ্যা তোমাতেই শোভে।
তুমি শক্তি হীন, জীব আপনি উঠিবে ?
সে স্বকর্ম্ম-ভোগী ব'লে কাঁদে তব প্রাণ !
অগ্রিম চৌষাট্টী পয়সায় টাকা দেও দান !! *
দুস্তরে পড়িয়া জীব করে হাহাকার,
ধরিয়া তুলিতে মানা বিধানে তোমার ?
'গাঢ় পঙ্কে মগ্ন' যার শ্বাস রুদ্ধ হয়,
আপনি উঠিতে তারে তুমি বৈ কে কয় ?
নিজ জনে অগ্নি-কুণ্ডে বন্ধনে দেখিয়া,
নির্ব্বিকারে উপদেশে দূরে দাঁড়াইয়া ?
যাচি বিনামূল্যে কৃপা-উপদেশ-বৃষ্টি,
তুমি বৈ কে করে গীতা ভাগবত সৃষ্টি ?
কোন্ গুণে বল প্রভু, তব এত গর্ব্ব,
জীবই যদি সাধে নিজ হিতাহিত সর্ব্ব ?
তবুকি বলিবে তুমিই জগতের স্বামী,
বান্ধব বিহীন দুস্থ জীব-অন্তর্যামী ?
সাধু মুক্তগণের পে'য়ে নিত্য অতি স্তুতি,
মূর্খ অস্তাবকের কান্না নাহি পশে শ্রুতি ?

* যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং— (গীতা)।

সমদর্শী ব'লে তোমার আছে যেই খ্যাতি।
স্তাবক মণ্ডলে তাহা গিয়াছে সম্প্রতি॥
ভক্তি-দান দুঃখী লোকে খবর নাহি ছিল।
তেকারণে বংশ-ক্রমে তোমা পাসরিল॥
চাহিয়া কে ভক্তি পায় বিনা প্রেম দ্বারে। †
স্বার্থময়-কৃতি ভক্তি আকর্ষিতে নারে॥
ভৃত্য দ্বারা অপমানি দিয়া নানা ক্লেশ।¶
স্ববশে আনার পন্থা, হীনতার শেষ॥
এ চণ্ড পীড়ন-নীতি লও উঠাইয়া।
গর্ব্ব ছাড়ি যাও তাদের আপন হইয়া॥
নগণ্য দরিদ্র জীব তবু হৃদাধারে।
ব্রহ্মাণ্ড ডুবাতে পারে এত প্রেমধরে॥
সে প্রেম-সাগরে পরব্রহ্ম গুণধাম।
সন্তরণ কর সুখে, আনন্দ, বিশ্রাম॥
কিন্তু দুঃখ সেই জল নহে সুনির্ম্মল।
পানে তৃষ্ণা বাড়িযায়, না করে শীতল॥
মায়ার অধিকারে ঘোর অপব্যবহারে।
বাসনা শৈবাল পানায় ঢাকিয়াছে তারে॥

† মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু (গীতা)
¶ ভৃত্য—স্ত্রী-ভৃত্য অর্থাৎ মায়া।

কত কোটী মহাযুগের পাপের কালিমা।
কর্দ্দমিত করিয়াছে, কে করিবে সীমা ?
যদি তুমিই জীবেশ্বর, কর পঙ্কোদ্ধার !
ও হৃদি-সাগর শুদ্ধ কর আপনার ॥
তুমি যা দি'য়েছ জীবে তাই ল'য়ে আছে।
নিজেকে দেওনি' ব'লে তোমা ভুলিয়াছে !!
আপনার ব'লে সে যা একবার পায়।
প্রাণের অধিক জ্ঞানে নিত্য সেবে তায় ॥
এইতো জীবের 'আমার' 'আমিত্বের' গণ্ডী—
আশ্রিত-বাৎসল্য-গুণে দুর্ণাম পাষণ্ডী ?
(বেশ) সে পাষণ্ডীর স্বার্থ হ'য়ে দেখ একবার।
তুমিই বলিবে তারা ব্রজরসাধার ॥
আধেয় তোমায় পেলেই হবে রস স্ফূর্ত্তি।
ধরিবে ঐশ্বর্য্যহীন দিব্য রাগমূর্ত্তি ॥
শকতি থাকিতে হেন প্রিয়দুঃখ দেখি।
শুষ্ক উপদেশ দেও কেন বল দেখি ?
তোমা না পরশে মায়া আসে উপদেশ।
জীবনে মরণে জীবের জান কি, কি ক্লেশ ?
নিত্য নানাভাব, পাপ, তাপ-দগ্ধ প্রাণে।
কি সুখ সংসারে জীবের, জানাব কেমনে ?

বলিলেও বুঝিবেনা, তাই কৃপা করি।
স্থষ্টি যদি রাখ প্রভু, দেও পঞ্চ ভরি॥
রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, তোমারি পরশ,
শান্ত-দাস্য-সখ্য-মধুর-বাৎসল্য-হরষ॥
এই পঞ্চে প্রপঞ্চের প্রকৃতির নাশ,
জীবের শান্তি, আত্যন্তিক দুঃখের নিরাস।
নিত্য জ্ঞান স্বরূপিন্, প্রাণ, হৃষীকেশ!
দাসীর মনোভাবে কর কৃপাভিনিবেশ॥
বহিরঙ্গা মায়ায় সদ্যঃ করহ আদেশ।
তোমা ধ্যানে আপনারে করে নির্ব্বিশেষ॥
অন্তরঙ্গা যোগমায়ায় ক'রে দেও কর্ত্রী।
ব্রহ্মাণ্ড হইবে ব্রজ-প্রেম অনুবর্ত্তী॥
ব্রজ মণ্ডলের সীমা নূতন করিয়া।
বিশ্ব মণ্ডল সীমায় দেও মিলাইয়া॥
ব্রহ্মাণ্ড মিশিবে ব্রজ মণ্ডলের মাঝে।
(হবে) ব্রজবাসী অভিমান জীব সমাজে॥
ব্রজরসে মাতোয়ারা হবে বিশ্ববাসী।
চিরদূর হবে মায়িক্ পাপ তাপ রাশি॥
তোমা সহ মাতি নিত্য বিরহ মিলনে।
সংসার অসার আর না রহিবে মনে॥

কৃপাকরি কারু প্রাণে জাগ প্রাণেশ্বর !
প্রাণেশ্বরী রাধা সহ যশোদা কোঙর ॥
তুমিহ সর্ব্বস্ব 'স্বামী,' শ্রীরাধা 'স্বামিনী,'
শ্রীনন্দ 'শ্বশুর,' 'শ্বশ্রূ' মা যশোদা রাণী,
সখা 'ভ্রাতা,' সখি 'ভগ্নী,' নিজেকে 'অনুদাসী',
কা'রে ভক্তি, কা'রে স্নেহ এ সম্বন্ধ বাসি,
তোমা প্রতি ধরে স্থিরা-রাগাত্মিকা-প্রীতি।
আত্মহারা-সেবা-সুখ-পরায়ণা-রতি ॥
(কিম্বা)
প্রোষিত পতিকা যথা আপনার জ্ঞানে।
করয় সংসার নিত্য কায়-মন-প্রাণে ॥
অথচ দ্বিতীয় তার একটী স্বরূপ।
পঞ্চরস ভাণ্ড হাতে, শুদ্ধ সেবারূপ ॥
অলক্ষিতে শুদ্ধ অন্তরঙ্গ সেবা-সাধে।
আপ্ত-কুঞ্জে অন্তরাত্মায় অনুদিন কাঁদে ॥
আত্মসুখ-হীন-শুদ্ধ-গাঢ়-অনুরাগে।
স্বামীর আনন্দ লাগি স্বামী-সেবা মাগে ॥—
এ 'মধুরে' রাখ নাথ এ বিশ্ব কুশলে।
পুরুষ-প্রকৃতি-রূপা সেবিকা সকলে ॥

আর,

কৃপায় কুলায় যদি, করি জোড় হাত।
অবসরে দিও দেখা, যাইবে না জা'ত !!

"গোপবেশ বেণুকর, নিত্য নব নটবর।
সোহাগ-শ্যামল-সুখ-রসরাজ মূর্ত্তি।
নির্ব্বাপিতে সর্ব্বকাম, হে জীব-আনন্দধাম !
স্ব-মণ্ডলে রাধা সহ নিত্য পাও স্ফূর্ত্তি !!"

(শ্রীগুরু শ্রীজগদ্বন্ধুর কৃপার ক্রীতদাসে।
যা কহা'লে, এই করিবে, পূর্ণ অভিলাষে ॥)



চতুর্থ প্রস্রবণ

শ্রীশ্রীগৌর-পুরুষ দর্শনে।

ওরে আমার 'কে'রে! কোথায়রে তোর বাসা?
কার লাগিয়ে মুগ্ধ দেশে ছদ্মবেশে আসা?
চোখেরে তোর কিসের আলো? মুখেই বা কার ছবি?
রূপে ভাসে কাহার ছায়া? বল্‌বি কি ভাই! সবই?
প্রাণটা আমার কেঁদে উঠে কোন্ 'স্বরূপে'র লাগি?
আমি'যা' 'তা' নই বুঝিরে, তোর দিকে যেই তাকি!
তুই কি আমার 'সব'ইর 'সব'ই? তোর কথা যেই ভাবি,
স্বপ্নাবেশে দাঁড়ায় এসে কত আমার সবই॥
কেমন সে এক মধুর স্মৃতির মধুর নূতন লীলা।
জ্বালিয়ে তোলে কি বিরহ! কি তার ভীষণ জ্বালা!!
ইচ্ছাকরে পুড়িয়ে ফেলি সত্তার আবরণটাকে।
ছিন্ন করি বিস্মৃতিময় মোহেরই এ বাঁধ্‌টাকে॥
পারি-পারি—পারিনাতো পাইতে শুদ্ধ-স্বরূপ-'তা'কে।
'যা' আছি, শেষ 'তা'ই থাকি—'মুগ্ধ-স্বরূপ' কই 'যা'কে॥
ওরে আমার 'কে'রে! আজকে প্রাণের কপাট খুলি,
তোর উদ্দেশেই দিলাম ফেলি অর্থহীন এ 'বাক্য গুলি'!
স্বরূপ-সুধায় প্রাণের মাঝে আনন্দ আজ উঠ্‌লো উলি।
মনেপ'লো কোন্ দিনের এক মধুময়ী 'কোল-আকুলী'॥

শ্রীশ্রীগৌরাবতার প্রসঙ্গ।

(১)

উজল, উছল সিন্ধু,—
নীল, কনক ইন্দু
বিরাজে স্বভাবে, অতলে আরামে, শান্ত-সোহাগ-দৃপ্ত।
নীরবে মধুরে, বিরহ অনাহত, চির-মিলন-তৃপ্ত॥

(২)

বাসনা হরল স্মরণে,
পীরিতি রহল মরমে,
শুদ্ধ স্বকীয়া নব-পরকীয়া - ছদ্ম - মধুর - রঙ্গে।
নব পরিচয়ে, নবীন যুগলে, ভাসিল প্রেম-তরঙ্গে॥

ভাবাভাস ঃ— (১) শ্রীশ্রীগোলক-লীলা ঃ— মহা মহা ঐশ্বর্য্যের ধাম সমূহ দ্বারা উজ্জ্বলিত ও উচ্ছ্বলিত যে পরব্যোম সিন্ধু, তাহার অভ্যন্তর 'গোলকে' নীল ও কনক পূর্ণচন্দ্র যুগল, অনাদি কাল হইতে এক অনাখ্য-শান্ত-সোহাগে, অখণ্ড তৃপ্তির সহিত বিরাজিত ছিলেন।

(২) শ্রীশ্রীব্রজলীলার অবতারণা—সহসা ঐ শ্যামল চন্দ্রের সখ্য-বাৎসল্য-মধুরাত্মক মানব লীলা-রস আস্বাদনের সাধ জন্মিল। ঐশী চিচ্ছক্তি যুগল হইতে বিযুক্তা হইয়া যোগমায়া স্বরূপে প্রকটীতা হইলেন। শ্যাম সুন্দর, স্বগোষ্ঠী শুদ্ধ মানব মূর্ত্তিতে মর্ত্ত্য-বৃন্দাবন লীলার অবতারণা করিলেন। স্বরূপ-স্মরত্বের অস্ফুরণে পরস্পরের প্রতি পরজ্ঞানের প্রতিতি জন্মিলেও,

(৩)

প্রণয় মহিমা হরষে,

(ঐ) পুরুষে পরশে স্ব-রসে ;

বিবশ কিশোরে, হেরিয়া কিশোরী, আবরে আপন-অঙ্গে।

'স্বকীয় অদ্ভুত মধুরিমা'-সুখ স্বাদয়ে স্বপন-রঙ্গে ॥

(৪)

কোন্ বা অভিশাপে,—

কাহার বিরহ-তাপে,—

কোন্ করুণার জলধি শুকা'ল—জলদে করিল সৃষ্টি।

কোন্ বা তৃষিত চাতকে তুষিতে, মরুতে করিল বৃষ্টি !!

অন্তর্নিহিত পূর্ণ প্রীতির প্রবল আকর্ষণে, অপার্থিব-নবপরিচিতের ন্যায় সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভের অনন্ত প্রকার অনাস্বাদ্য-রস আস্বাদন করিতে লাগিলেন। ঐ রস পরকীয়ারূপে প্রতিভাত হইলেও 'শুদ্ধ-স্বকীয়া'। ছদ্মবেশ ধারিণী ঐ পরকীয়া রতিকে 'নব পরকীয়া' বা 'স্বকীয়া-পরকীয়া' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পঃ)।

(৩) শ্রীশ্রীগৌরলীলার অবতারণা— (চৈঃ চঃ আদি ৬ষ্ঠ শ্লোক-শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা কিদৃশো ইত্যাদি)— ঐ মর্ত্ত্য-ব্রজলীলার প্রেমতরঙ্গে ভাসমান শ্রীকৃষ্ণের 'নিমজ্জমান অবস্থাই' শ্রীশ্রীগৌরলীলা বা 'স্বপ্নাস্বাদনলীলা' (পরবর্ত্তী 'তত্ত্ব' দ্রষ্টব্য)।

(৪) গদাধর কাদম্বিনী অদ্বৈত-অম্বরে।
চৈতন্য চাতক পিপি পিয়াসে সম্বরে ॥

(৫)

আঁখির নিমেখে কত,
অঙ্কুর অযুত শত,
কত মনোহর শ্যামল সুন্দর, কুঞ্জ-কানন-মূর্ত্তি।
অন্তরে বাহিরে, গৌর বরণে, অমনি পাইল স্ফূর্ত্তি॥

(৬)

নিত্য দিবস রাতি,
সদাই আনন্দারতি,
রে'খেছে জাগা'য়ে বিশ্ব-বিরাটে, বিমুখী জনার চিত্তে।
অজানা অসীম নব-আকর্ষণ দেবাদি-দুর্লভ-বিত্তে॥

বহমানা বরষিতা শ্রীবাস-মরুতে।
ভরমে ভরিল ভৈমী ভারতি-মরুতে॥
নিতাই-ক্ষণদা ঘন চমকে চতুর।
অমাঘোরে তরাসিত বন্ধু বিধুর॥
(শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু কৃত সংকীর্ত্তন গ্রন্থ)

শ্রীশ্রীগৌর তত্ত্ব।*

"স্বরূপে স্বরূপে শুদ্ধ রূপ বিনিময়।
কিরূপে হইল সিদ্ধ" তত্ত্বের নির্ণয়॥
রাধাভাবে ডুবি কৃষ্ণ—'রাধা'—শ্রীগৌরাঙ্গ।
সে লাগি সে রাধা—'কৃষ্ণ'—প্রিয়াঙ্গে গৌরাঙ্গ

শক্তি শক্তিমানে হয় অভেদ-বিভেদ।
চিন্মাত্র-সত্তা, মূলে অভেদ-অভেদ॥
কৃষ্ণ-চিত্তবৃত্তি রাধা, কৃষ্ণের বাসনা।
স্বরূপে আবরি কৃষ্ণে বিকাশে আপনা॥
অতএ গৌর-কৃষ্ণ রাধাঠাকুরাণী।
কৃষ্ণ অভ্যন্তরে এবার রাধার হ্লাদিনী॥
রাধাসনে বৃন্দাবনে যমুনা পুলিনে।
বসিয়া ভাবেন কৃষ্ণ আপনার মনে॥
শ্রীরাধার প্রণয়ের মহিমা কেমন।
তমালে করায় সদ্যঃ কৃষ্ণ দরশন॥
কত সাধে আলিঙ্গিয়া করে পরিহাস।
কাম-গন্ধ-হীন-শুদ্ধ-রসের বিলাস॥
রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, পরশ আভাসে।
যে প্রেমা স্বভাবে প্রিয়-পূর্ণতা প্রকাশে॥
অপরশেও পরশের পূর্ণ-রসোল্লাস।
অদ্ভুত অপূর্ব্ব দীপ্ত-প্রেম পরকাশ॥
উপেক্ষায়ও যেই প্রেমে বাড়ে আকর্ষণ।
ভর্ৎসনায় হয় যাহে স্তুতি বরিষণ॥
• মিলনে মুহূর্ত্তে ভ্রান্তি, বিরহ-উন্মাদ।
কৃষ্ণেরে পুছয়ে কাঁদি কৃষ্ণের সম্বাদ॥

দান-প্রতিদান-হীন মধু-স্নেহাপ্রীতি।
মদীয়তাময়ী মহাভাব-ময়ী-কৃতি ॥
রাধার প্রেমের এই অদ্ভুত মধুরিমা।
কৃষ্ণের বাসনা মনে আস্বাদিতে সীমা ॥
'বিষয়-বিলাসহীন-শুদ্ধ-ভাবাস্বাদে।
কি সুখ পায়েন রাধা, কৃষ্ণ সুখ সাধে ॥
শ্যামের সে তিন বাঞ্ছা দিল তারে ঢাকা।
গৌর বরণ শ্যাম, 'কনক পঞ্চালিকা' ॥
শ্রীরাধার মোহনাখ্য মহাভাব কান্তি।
আবরি শ্রীকৃষ্ণে জন্মাইল রাধা-ভ্রান্তি ॥
এই তো শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিনিময়-রূপ।
জগদ্বন্ধু-কৃপাদাসে কহিল স্বরূপ ॥

---

* শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদি ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্লোক ও ৪র্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য— শ্রীশ্রীগৌরলীলার মূল কারণে এই দেখা যায় যে— শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ কোন এক অনাদি কালে একাত্মক থাকিলেও শ্রীশ্রীবৃন্দাবনলীলায় শ্রীরাধা-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এক অভিনব স্বরূপে ওতত্ত্বে (কৃষ্ণ-সেবা রূপে) ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন। তাই তখন সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বময় ও সর্ব্বজ্ঞ কর্ত্তাকেও 'পুরুষ' অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, বাসনাময়ী ডুবুরাণী (ডুবারিণী) রূপে (শ্রীশ্রীগৌররূপে) শ্রীরাধার গভীর ভাব-সাগরের অতল-তল হইতে 'শ্রীরাধার প্রণয়ের মহিমার দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব', এবং 'একমাত্র ঐ তত্ত্বের দ্বারা আস্বাদ্য নিজ সম্বন্ধীয় অদ্ভুত অনাস্বাদ্য মধুরিমা' এবং তাহার 'অপূর্ব্ব আস্বাদন জনিত যে সুখ' এই ত্রিরত্ন সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল।

পঞ্চম প্রস্রবণ

(মাতা ও পুত্র সংবাদে) ।

(১) 'কৃষ্ণ'-বার্ত্তা ।

বাণী, সে ফুরায়ে যায় যাহারে বর্ণিতে ।
মায়ের বাসনা নিত্য তারেই ভণিতে ॥
যাহারে লিখিতে লেখা যায় মিলাইয়া ।
তাহারি সম্বাদে মাতা ফিরেন চাহিয়া ॥
যাহারে গাইতে রাগ, রাগিনীতে হাসে ।
যাহারে শুনিতে সর্ব্ব ইন্দ্রিয় অবশে ॥
যার রূপে আঁখি দিলে ফিরিয়া না আসে ।
যারে চিত্তে স্থান দিলে আমি-শুদ্ধ নাশে ॥
তারই কীর্ত্তি-গাঁথা মাতার শত অনুরোধ ।
কি ক'রে জানাব মায়ে, কি দিব প্রবোধ ?
রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-পরশ-স্বরূপে,
'গুণাতীত, জ্ঞানাতীত, শুদ্ধ সে অরূপে,'
পাইতে নিয়ত সাধ জননীর মোর ।
ক্ষুদ্র-জড়-পিণ্ড আমি, কি পাইব ওর ?

তথাপি মায়ের আজ্ঞা কৃষ্ণে জানিবারে,
পাঠাইনু ক্ষুদ্র জ্ঞান-ইন্দ্রিয় নিকরে ;
যে গেল—সে গেল ; হ'ল বাসনা বিফল।
বিষয়-আস্বাদ-হীন হইনু কেবল ॥
সবে শুদ্ধ চিত্ত মাত্র আমা ল'য়ে আছে,
ভয় যাতুকর-কৃষ্ণ তাও লয় পাছে !
পুত্রের অস্তিত্বে মাতার যদি থাকে সাধ।
এ অ'পূর্ণে' কৃষ্ণ পাওয়া করিবেন বাদ ॥

২। 'কৃষ্ণ'-কথা।

(১)

মায়ের আমার শুন্‌তে যে সাধ
অবোধ শিশুর মুখে।
কোন্ যুগের কোন্ বৃন্দাবনের
কৃষ্ণ-কথা সুখে ॥

(২)

শিশু জানে কি— 'কৃষ্ণ কেমন'
'কৃষ্ণ কাহার কে ?'
'কোন্ প্রেমে কা'য় বেঁধে ছিল,
কই বা এখন সে ?'

(৩)

'কোন্ বনে তার চ'রতো ধেনু
কেমন্ বাঁ'জ্‌তো বাঁশী ?
খর যমুনা বইতো উজান,
ধাইতো কে কুল নাশি ?'

(৪)

'কোন্ কালিন্দীর কদম তলা
ক'র্‌তো সে যে আলা ?
কত সোহাগে অনুরাগে,
ছু'ট্‌তো ব্রজের বালা ?'

(৫)

'মা যশোদা পিতা নন্দের
বক্ষে যখন র'তো ?
কেমন ক'রেই কিশোর কৃষ্ণ
দুধের গোপাল হ'তো ?'

(৬)

'শ্রীদাম সুদাম, দাম বসুদাম
সুবল সখা সঙ্গে,
রাখাল সাজে রাখাল-রাজে,
খে'ল্‌তো বা কোন্ রঙ্গে ?'

(৭)

'নভ-নীলিমায় নবীন-নীরদ
সেই বা কেমন রূপ ?
কোন্ পুণ্যেই গয়লার ছেলে,
হ'লেন রস-ভূপ ?'

(৮)

প্রেম যে তাঁহার পদ্মা নদী,
নাই কো তাতে ভুল !
যে পাড়েই পান্ গভীরতা
ভাঙ্গেন্ যে সেই কুল !!

(৯)

তীরে-বাস তো দূরের কথা,
সে দেশে যে করে বাস,
বিলম্ব আর হয় না তাহার
ঘ'ট্‌তে সর্ব্ব-নাশ !!

(১০)

প্রমাণ দেখো,—
ব্রজের সবাই তাঁর প্রেমে যেই
আপনা বিকাইল ,
করুণ কৃষ্ণের সোহাগ- সিন্ধু
অম্‌নি শুকাইল।

(১১)

বৃন্দাবনের লীলা-খেলা
ক'রলো অন্তর্দ্ধান,
প্রেমিক গেলেন মথুরা আর
দ্বারকা আদি স্থান॥

(১২)

হেথা, কাঁদুক নন্দ, যশোমতি
অন্ধ ক'রে আঁখি!
কাঁদুক সকল ব্রজ-বাসী,
রাখাল, পশু, পাখী!

(১৩)

কাঁদুক রাধা, চন্দ্রাবলী
গোষ্ঠী সহ প'রে,
অতি সাধের কৃষ্ণ-প্রেমের
তপ্ত বালুর চড়ে!

(১৪)

(যেম্‌নি কৃষ্ণ সেম্‌নি ভক্ত,
তেম্‌নি তাঁদের উক্তি।
কৃষ্ণ-কীর্ত্তি সমর্থিয়েই
অবতারেণ যুক্তি॥)—

(১৫)

"ঐ বালুকায় পু'ড়ে পু'ড়ে
যতই ভাজা হবে।
ক্রম-অনুযায়ী সিদ্ধ-দেহে
ততই কৃষ্ণ পাবে॥"

(১৬)

ভক্তির যখন পরাকাষ্ঠা—
"অঙ্গার পরিণতি"।
এতেও ব'ল্‌বেন রূপ সনাতন
"এইতো শ্রেষ্ঠা গতি!"

(১৭)

কৃষ্ণ প্রেমে "দশম দশাই"
ভজনের শেষ।
নমস্কার সে "কৃষ্ণ প্রাপ্তি,"—
আমরা আছি বে'শ্‌!

(১৮)

'চৈতন্য-চর্চ্চরি' গ্রন্থে 'কবিরাজ' ক'য়।
"অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম নৃলোকে না হয়"॥

(১৯)

কেন তবে আর জীবের প্রয়াস,
সে অদ্ভুত-প্রেমে?—
জ্যা'ন্ত থা'ক্‌তে যায়না পাওয়া,
যা'ক্‌না সবাই থেমে?

(২০)

অনর্থক কেন্ অর্থ শূন্য
অনুস্বরের শ্রাদ্ধ—
'ক'-কার, 'ল'-কার, 'ঈ'-কার, 'চন্দ্রে'
সুধু মন-বরাদ্দ ?

(২১)

আমরা মানুষ, মানুষ ভাবই, আমরা কেবল বুঝি !
কল্পনাতে কুটুম্বিতা হয়কি সোজা-সুজি ?

(২২)

''মানুষও নয়, দেবতাও নয়,
তা ছাড়াও যে 'কিছু'।
সাকারও নয়, নিরাকারও নয়,
নূতন 'কিছু-মিছু' ॥

(২৩)

সৃষ্টি-ছাড়া এম্নি ধারা
কৃষ্ণ-ঠাকুর পে'তে,
জীবের এত ঠেকা-ই কিসের
কেন্‌বা উঠি মে'তে ?

(২৪)

যা'ক্‌না কেটে কৃষ্ণ-শূন্য দু-চার-দশটা-সৃষ্টি ?
'অংকৃষ্ণকেই' পরিণামে লা'গ্‌বে মোদের মিষ্টি !!

বৃন্দাবনের নাম গন্ধ ক'র্‌বো নাকো মনে।
কৃষ্ণের ব'ল্‌তে যাহা কিছু, থা'ক্‌না বিস্মরণে ?

(২৫)

এই জে'নো ঠিক্, সেই কপটের
মানুষ-সঙ্গই ভায়,
ব্রহ্ম হ'য়ে পর-ব্যোমে
থাকাই বিষম দায় !

(২৬)

কাঁদ্‌তে দেও তায় দু-চা'র্‌টা যুগ
প্রতি-ক্রিয়ায় প'রে।
ব্রজ-প্রেমের মহিমাতে
নিজকে বিভোর ক'রে !!

(২৭)

"হা ! হা ! ব্রজবাসী" ব'লে গলুক্‌না তার চিত্ত ?
ব্রজের প্রতি নিষ্ঠুরতার হোক্‌না প্রায়শ্চিত্ত ?
অবশেষে, যদিই বা সে, 'হয়ই কৃপা-পাত্র'।
ক'র্‌তে পারি পুনঃগ্রহণ, "ধ'র্‌লে গৌর-গাত্র" !
ব্রজ-প্রেমের অপমানের মার্জ্জনা হয় তবে।
সেব্য- স্বভাব যাবে দূরে, শুদ্ধ-সেবক ভাবে ॥
(একে) ভেল্কি ভরা 'কৃষ্ণ নামেই' নাইকো বিশোয়াস,
(পুনঃ) 'রূপ' 'গুণের' ত্রয়স্পর্শ—উঃ, কি সর্ব্বনাশ !!

(২৮)

শোন মা সতি, এই মিনতি
ভবিষ্যতে আর,
দিওনা কভু শিশুর প্রতি
কৃষ্ণ-কথার ভার।
"শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু-দাস" এই মাত্র জানি।
সকল লীলার সমাবেশ শ্রীগুরু-মূর্ত্তিখানি ॥

৩। 'কৃষ্ণ'-সংবাদ।

সুখে থাক মাতা, কৃষ্ণে নাহি চাহিবার।
কৃষ্ণ ভিন্ন কুত্রাপিও কিছু নাহি আর ॥
না চাহি যা পাইয়াছ, চাহিয়াও তাই।
ন্যূন- অতিরিক্ত-বিধি কৃষ্ণ-রাজ্যে নাই ॥
সবই পূর্ণ, সবই সত্য, নিত্য-কৃষ্ণ ময়।
স্বতঃজাত-ভাগ্য সেবায় নিয়োজিত রয় ॥
কৃষ্ণকে না পেলে ব'লে কেন মন-দুখে।
কৃষ্ণ কিন্তু সব্‌কে পেয়েই বিরাজিছেন সুখে ॥

'যুক্ত-জনার মুক্ত-বিয়োগ' ভ্রান্ত মতির ভোগ।*
খণ্ডাইতে জিহ্বা-যন্ত্রে কর 'কৃষ্ণ' যোগ ॥
অমিল কোথা দে'খ্‌লে মাতা, ত্যজ দুঃখরাশি।
বিশ্বমাঝে সবাই যুগল, সবাই কৃষ্ণ-দাসী ॥



৪। 'কৃষ্ণ'-কীর্ত্তি।

মা তোমার হারান কৃষ্ণে ধরিয়াছি, ধর!
যে হয় উচিত শাস্তি সুবিধান কর ॥
বস্তু ইনি নন সাধারণ বিশেষ রকম পাকা।
সহজ চোখে শুদ্ধ সরল, কুটীল চোখে বাঁকা ॥
চব্বিশ ঘণ্টাই অভিমানের তুলায় থাকেন বসি।
আঁখির পলক ফে'ল্‌তে নিলেও ওজনে হন বেশী ॥
ভ্রমেও যদি আপনা পানে দৃষ্টি প'ড়ে যায়।
র'ইল তোমার বৃন্দাবন, চল্লেন্ মথুরায় ॥

* জীবের সহিত যাঁহার চির-নিত্য স্বতঃ-বন্ধনযুক্ত সম্বন্ধ, সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন বিষয়ে, জীবের অভিজ্ঞতার অভাব জনিত অনাদর, উপেক্ষা বা ক্রটী নিবন্ধন, তাঁহার সহিত বন্ধন-বিমুক্তাবস্থার যে ধারণা এবং তৎফলে যে বিরহের অনুভূতি ও পুনঃ প্রাপ্তির প্রচেষ্টা (সাধনা), তাহা জীবের বিভ্রান্তমতিত্বেরই বিড়ম্বনাভোগ মাত্র।

ব্রজমাইদের আদরের সে সাধের ননীচোর।
"সর্ব্বস্ব হারী— কৃষ্ণ"* এইতো গুণের ওর॥
সকল কাজই ভাল বাসেন চুরি ক'রে করা।
বেশীর ভাগই লুকোচুরি খেলায় মাতোয়ারা॥

বিশেষতঃ, 'যারা' অন্ধ।
তাদের সঙ্গেই 'সম্বন্ধ'॥
চোখ্ চেয়ে, যে ধ'র্‌তে যায়।
ছায়া দেখ্'তেও নাহিপায়॥

নাইকো যাদের কোন জ্ঞান।
তারাই ইহার যোগ-ধ্যান॥
তা'ড়্‌লেও তাদের যায়না ছাড়ি।
মন্‌টী নিয়ে কাড়া-কাড়ি॥
ছু'য়েই বিপদ গড়ি'য়ে তোলে
ছু'য়ের চেষ্টাই ছু'য়ে ভোলে॥
কিন্তু স্মৃতি সাম্‌নে আসি,
প্রতি ক্ষণেই হাসি হাসি,
ঘিরে ঘিরে নৃত্য করে।
পালা'তে গেলে ঝাপ্‌টে ধরে॥

---

* কৃষ্ণ— চিত্তাকর্ষক, চিত্ত-চোর। (কৃষ্ণকর্ণামৃত ১ম শতকধৃত ৪০শ শ্লোক)।

পুনঃ 'পিয়ার' মূর্ত্তি ধরি।
উঠায় ছু'য়েই পাগল করি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম পুণ্য পাপ।
সবাই পালায় 'বাপ্‌রে বাপ্‌' !!
ঘৃণা, লজ্জা, ভয় মান,
অলক্ষিতেই চ'লে যান॥
যাহা কিছু চোখে পড়ে।
সবই 'পিয়ার' স্ফুর্ত্তি ধরে॥
বিরহ তখন হাসি মুখে।
'যুগল' সেবে পরম সুখে॥
এ অ-পূর্ণ বারম্বার, ঐ 'পূর্ণে' করে নমস্কার॥



ষষ্ঠপ্রস্রবণ।

মঙ্গলাচরণ।*

জয় ‘চিন্তামণি’-কৃষ্ণ, বর্ত্মোদ্দেশ-গুরু।
পার্থিব রূপের ছলে কৃপা কৈলে স্থরু॥
প্রবৃত্তির গর্ত্ত হ’তে বলে উঠাইলা।
বৃন্দাবন-কৃষ্ণ-পথ-উদ্দেশ কহিলা॥

জয় ‘সোমগিরি’-কৃষ্ণ-দীক্ষাগুরু রূপে,
অজ্ঞান তিমির নাশ কৈলা যে স্বরূপে।
আর্ত্তপ্রতি উত্তোলিত বরাভয় করে,
অবিচারে অত্যাদরে করিলা যে ক্রোড়ে।
স্বভাব-শীতল কৃপামৃত কুণ্ডে স্নান,
করাইয়া স্বরূপে যে কৈলা আত্মদান।

* চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরিগু‍র্রুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ।
যৎ পাদকল্পতরু-পল্লব-শেখরেষু
লীলা-স্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রী॥
(শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত-ধৃত ১ম শ্লোক)।

'বৃন্দাবন-চন্দ্র-রূপ' করাইলা স্ফূর্ত্তি,
নবীন কিশোর সুখ-রস-রাজ-মূর্ত্তি ॥
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-ঠাম শিখি-পিঞ্ছ-মৌলি।
পীযূষ-পিয়ান-স্বন মোহন মুরলী ॥
জয় প্রেম-'শিক্ষাগুরু'-কৃষ্ণ নবায়মান।
সময় উচিত রস প্রতিক্রিয়মান ॥
ঐশ্বর্য্যের পরাকাষ্ঠা অদ্ভুত মধুর।
'জয়-শ্রী' বিকায় পায় হইয়া বিধুর ॥
যার পদ-কল্পতরু-পল্লব-শেখরে।
মধুস্বন্দি মধুগন্ধি মুকুল মুঞ্জরে ॥
তাতে মুগ্ধা যেই ভৃঙ্গী-রাজ্ঞীকার দল।
এ কিঙ্করী নমে সেই "জয়-শ্রী-মণ্ডল" ॥

২। কুশল প্রশ্ন।

প্রশ্ন—প্রিয় সখি! বল দেখি, আছহ কেমন?
* উত্তর— সখিরে!
সুনির্ম্মল নভঃ যথা নীরব নীলিম-ময়।
এ রাধার এ আধার "আঁধারেই" ভরিয়া রয় ॥

---

* "কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যার হৃদয়ে বাহিরে,
বিরহ কি সে রাধারে পারে দংশিবায়ে?" (পূর্ণ-অন্তরার্থ)

৩। 'কৃষ্ণ'-রূপ।

(১)

সখি, কে বলে তাহারে 'কালো'?
কষিত কনকে ক'রে দেয় ম্লান
তাহারি রূপেরি আলো॥
মোর বর্ণে স্বর্ণে, নিতুই শুনি কর্ণে,
তুলনা করিস্ তোরা।
মোর, বঁধু যবে হাসি, দাঁড়ায় পাশে আসি,
রূপে হই আপনা হারা।

(২)

যাহারা সতত থাকয়ে বিব্রত
শুধুই আপনা নিয়ে।
নাহি থাকি দূরে, আমার বঁধুরে
দেখুক পরখ দিয়ে॥

(৩)

দূর-আঁখি-জ্ঞানে নহে পরমাণে
কাল-ঘন-জলধরে।
বলি, এত কালি যার, দেখেছ কি তার,
কালি-কণা জলধারে?

(৪)

সুনীল সিন্ধুর কোনটী বিন্দু
নহে সখি, কাল বর্ণ।
স্ফটিক আধারে রাখিলে তাহারে
প্রবোধয়ে আঁখি কর্ণ॥

(৫)

ঐ যে অম্বরে সু-নীল সম্বরে,
ও নহে ওর 'স্বরূপ'।
ওযে, এত আত্ম-হারে, যারে পায় তারে,
ধরিয়া দেখায় রূপ॥

(৬)

নিতি কতবার জলে যমুনার
যা'স্‌তো আমারি সঙ্গে।
সে কাল কালিন্দী কত ছলে নিন্দি,
কালিমা দেয় কি অঙ্গে?

(৭)

যে জন যাহারে দেখিতে নাপারে
সেই দেখে তারে কালো।
ভালবেসে তা'য় বলুক আমায়
মন্দ কি বঁধুয়া ভালো?

(৮)

করুক শপথ পাইলে প্রবোধ
আর না করিবে নিন্দে।
তাহ'লে তাদেরে দেখাই ভাল ক'রে
আমাদেরি 'শ্রীগোবিন্দে'॥

(৯)

(শুনে) কহে শ্রী-কিঙ্করী "শুন শুভঙ্করী!
তবে রহে তুয়া মান।
যদি কৃপাকরি (তাদেক্) দাসী অঙ্গিকারি
তুয়া-প্রেমা কর দান॥"



৪। বর্ষ-সম্বর্দ্ধনা। *

(১)

ভাল আছতো নবীন বরষ ?
হেরি প্রেম পুলক হরষ !
বুঝি শ্যাম-সুখদ-পরশ ?
কোথা পাইলে সে দেব-দরশ ?

(২)

এই এদেশে কতেক চাতক,
মনে বুঝিবা সে মেঘ-খাতক ;
কেন হয় সে তাদের ঘাতক,
ইথে নহেকি বিষম পাতক ?

(৩)

যদি দেখা পাও তুমি তাহার,
ব'লো তুমি ছাড়া নাই যাহার,
তায় ত্যজিয়া কি সুখ বাহার ?
শু'নে কি বলে সে প্রেম-পাহাড় ?

* পঠনে, প্রতি শব্দখণ্ডের শেষ স্বরবর্ণ স্পষ্ট উচ্চারিত হইবে।

(৪)

মোরা অরজ বরজ ললনা,
মোটে শিখি নাই কভু ছলনা ;
এমন নিদোষে কিদোষে বলনা,
সুখে দিতেছে এতেক জ্বলনা ?

(৫)

সেই লোচন-লম্পট ছলেতে,
দিয়ে প্রেম-মধু-ফাঁস গলেতে,
কাড়ি নিল কুল মান বলেতে।
যাই জুড়া'তে যমুনা জলেতে ॥

(৬)

অমি বাঁশরী উঠিল বাজিয়া,
সবে ধাইল পুলকে সাজিয়া,
দেখে যমুনায় নট-রাজিয়া
সুখে বাঁধিল জলেতে কাজিয়া ॥*

(৭)

কুলে কঠিন কাঁকর নীরস,
লভি ও সুখ-তরঙ্গ-পরশ,
ক্ষণ রহিল পূরণ সরস।
চির বেঁচে থাক নব বরষ !

* কাজিয়া— প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

৫। অপরশ-পরশন—মধ্যাহ্ন মিলন।

* (ত্রি-পক্ষের ত্রি-ভাবের ত্রিধা-সম্মিলন ॥)

গোবর্দ্ধন সানুদেশে গোচারণ রঙ্গে।
শ্রীদামাদি প্রাণপ্রিয় সখাগণ সঙ্গে ॥
ব্রজরাজ শ্রীনন্দের আনন্দের খনি।
ব্রজেশ্বরী মা যশোদার নিধি নীলমণি ॥
থাকিতে শতেক ভৃত্য সহস্র রাখাল।
ব্রজের জীবন কৃষ্ণ চরান গোপাল ॥

* * *

মধ্যাহ্ন-বিরাম-কাল ক্রমে উপনীত।†
হেরি বলদেব শিঙ্গা বাজান ত্বরিত ॥
রাখাল বালকগণ মিলিল ত্বরায়।
ধেনুগণ ছু'টে এল বিটপীর ছায় ॥

*ত্রিপক্ষে— (১) কৃষ্ণপক্ষে, (২) রাধাপক্ষে ও (৩) সখীগণপক্ষে।

†অষ্টকাল যথা (১) নিশান্তকাল, ৫৪ দণ্ড রাত্রির পর হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত একালে কৃষ্ণ কুঞ্জ হইতে গোষ্ঠে অর্থাৎ নন্দীগ্রামে নন্দালয়ে প্রবেশ করেন। (২) প্রাতঃকাল— সূর্য্যোদয় হইতে ৬দণ্ড পর্য্যন্ত এবং (৬) সায়ংকাল— সূর্য্যাস্ত হইতে ৬দণ্ড রাত্রি পর্য্যন্ত— এই উভয় কালে কৃষ্ণ গোদোহন মল্ল ক্রীড়া স্নান ও ভোজনাদি লীলা করেন। (৩) পূর্ব্বাহ্ণ, প্রাতের পর ৬দণ্ড; একালে কৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে গোচারণরঙ্গে প্রমত্ত হইয়া বনে নানা খেলায়

পৌগণ্ড প্রতিম শ্যাম ইতি অবসরে।
অলখে উদয় কৈলা রাই - সরোবরে ॥
দেখে কুণ্ডনীরে রাধা অঙ্গ ডুবাইয়া।
মু’খানি জাগা’য়ে, পদ্ম-বনে লুকাইয়া ॥
মনে মনে কহে শ্যাম ‘শোন কমলিনী !
পারনাই প্রতারিতে সেজেও নলিনী !!’
আনন্দ না মানে বাধা হেরি রাধা-পদ্মে।
ঝটিতি ঝাঁপিয়া পরে প্রিয়ারূপা সদ্মে ॥
কত সাধে আবরিয়া আনে কিনারায়।
‘কি কারণে একাকিনী ?’ কুশল সুধায় ॥
নীরব যদিও প্যারী, হেরি হাস্যরতা।
সাহসে সোহাগে ধরে রাই-ভুজ-লতা ॥

অবতারণা করেন। (৪) মধ্যাহ্ন— দিবা ১২ দণ্ডের পর হইতে ১২ দণ্ড কাল এবং (৮) নক্ত বা নিশীথ কাল, রাত্রি ১২ দণ্ডের পর হইতে ১২ দণ্ড কাল; এই উভয় কালে কৃষ্ণ সমবয়া ব্রজবালাগণসঙ্গে রাস নৃত্য ও ক্রীড়া কৌতুকাদি রঙ্গে মিলিত হইয়া থাকেন। (৫) অপরাহ্ণ— সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব ৬ দণ্ড— একালে কৃষ্ণ গোচারণান্তে পুনরায় নন্দালয়ে প্রত্যাগমন করেন। এবং (৭) প্রদোষ কাল— ৬দণ্ড রাত্রির পরস্থ ৬দণ্ড কাল— একালে কৃষ্ণ পিতা, মাতা ও সুহৃদগণকে নানা প্রকারে আনন্দিত ও অভিনন্দিত করেন। ইহাই দিগ্‌দর্শন মাত্র। প্রকৃত পক্ষে এ লীলায় কালের প্রভাব নাই। যে কোন লীলা কোটী মায়িক কালকে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতে পারেন; অথচ তাহাতে মায়িক কালের ক্রম ভঙ্গও হয় না।

আপনার কণ্ঠশ্যাম মৃণালে জড়ায়।
প্রিয়ার সম্মতি মানি কত সুখ পায়॥
ক্রমে যবে জড়াইতে ফুরা'লো মৃণাল।
বিকচ কমলে হেরে অধর রসাল॥
"এইবার ?" বলি শ্যাম রস চূড়ামণি।
অপলকে চাহে সুখে রাধা মুখখানি॥
পুলকে পূর্ণিত বপু শোভা সমুজ্জ্বল।
আনন্দ অশ্রুতে ভাসে ফুল্ল নীলোৎপল।
কর-ধৃত কমলিনী কাঁপে থর থর।
কৌতুকে সুযোগ খোঁজে কৃষ্ণের অধর॥

* * *

হোথা ঐ পশ্চিম পাড়ে কিবা অপরূপ।
কৃষ্ণে আঁখি রাখি ক্রীড়া-পুত্তলী-স্বরূপ॥
কষিত-কনক-গৌরী ভানুরাজ-কন্যা।
সৌন্দর্য্য ও শীলতায় ব্রজে যিনি ধন্যা॥
সে রাধিকার আজিকার একি ধৈর্য্য-ভঙ্গ।
কৃষ্ণ পদ্ম পরশিতেই কেন পুলকাঙ্গ ?
কৃষ্ণ স্বীয় কণ্ঠে যবে মৃণালে জড়ায়।
কেন রাই দক্ষিণ বাহু পশ্চাতে লুকায় ?

হেন কালে এক লুবধ ভ্রমর
সৌরভে আকুল প্রাণ।
পরিমল লোভে রাধা মুখাম্বুজে
বেড়িয়া করয়ে গান ॥
ভয় সচকিতা রাজার কুঙারী
যতই তাড়য়ে তারে।
কর-অম্বুজেই চাহে বসিবারে
়য়া বারে বারে ॥

* * *

ভ্রমর-বিব্রতা রাধা, কাঁদে আধা হাসে, আধা,
বলে 'কিবা উপায় বা করি ?
ও ললিতে ! ও বিশাখি ! তোরা কি খাইলি আঁখি ?
মধুপের হাতে মুই মরি !'
বলিতে বলিতে রাই, (চিন্তার অবসর নাই),
বঁধুয়ার উত্তরীয় বাসে।
ঢাকিল আপন মুখ, (কৃষ্ণ মনে কত সুখ !)
সখী আঁখি মুখ চাপি হাসে ॥

রাধার দেখিয়া দুঃখ শ্রীমধুমঙ্গল।
(ব্রাহ্মণের ছেলে কিনা !— দয়াই সম্বল)
গলিল হৃদয় ; হাতে লইয়া লগুড়,
বে-রঙ্গ-নায়ক-ভৃঙ্গে ক'রে দিল দূর।
দম্ভ করি হস্ত নাড়ি বলে "রাজপুত্রি !
ভয় নাই, আর নাই মধুসূদন-মুর্ত্তি !" *

* * *

চমকি উঠিয়া রাই ফেলি পীতবাস।
বলে "হায় ! কোথা গেল মোর পীতবাস ?
তোরা তো আছিলি সখি, মুই না হয় আড়ে।
সেধে কেন রাখিলিনা, যেতে দিলি তারে ?
কত সে যে অভিমানী ! কি যে তার প্রাণ !
আঁখিরও পলকে যেন জাগে অভিমান !!
নবনীত সম তার হৃদয় কোমল।
কি দুঃখে সে স'রে গেল ? কি বলিল বল ?
আর কি আসিবে পুনঃ ? কখন আসিবে ?
এখনি আসিবে কি সে ? কিম্বা না আসিবে ?"

* মধুসূদন অর্থে—'ভ্রমর' ও 'শ্রীকৃষ্ণ'।

বলিয়াই ফিরি পুনঃ কৃষ্ণ পানে চায়,
আগুসরি হাতে ধরি মধুরে সুধায়—
"কে তুমি সুন্দর! শুদ্ধ শ্যাম-গোপরূপ,
বেশ ও বয়সে, শ্যাম সুন্দর স্বরূপ?
তুমিও কি সে নিঠুরে আমাদের হ'য়ে,
পারিলেনা ফিরাইতে দুটী কথা ক'য়ে?"

* * *

ললিতা লজ্জিতা হ'য়ে শ্রীমতীর ভাবে।
ধে'য়ে গেল ধরিবারে আনিতে স্ব-ভাবে॥
অদ্ভুত প্রেম-চেষ্টা হেরিয়া নাগর।
আঁখিতে নিষেধে যেন করি জোড় কর॥
ঝরে অশ্রু—তায় যেন জানায় মিনতি।
"ভাঙ্গিওনা ভ্রম সখি! আঁকি ও মূরতি॥
নিত্য পূজাকরি তারে তুলসী চন্দনে, *
ঢালিব এ আঁখি-জল ধোয়া'ব চরণে॥
শিখিব 'সে ভালবাসা' করি মনে আশ,
'বিষয় ছাড়িয়া শুদ্ধ নামে' করে বাস॥

* * *

* তুলসী— ভক্তি; চন্দন— প্রীতি।

ত্বরিতে ফিরিয়া রাই, ললিতার মুখ চাই,
কহে সখি! কোথা সে বল্লভ?
কত ভাগ্যে দিল দেখা, ব্রজের জীবন সখা,
পুনঃ কেন হইল দুর্লভ?

ক্ষুদ্র আভিরী বালা, নাহি বিদ্যা গুণ কলা,
প্রেমের মহিমা কিবা জানি?
কি'বা জানি ভালবাসা কি জানি প্রাণের ভাষা?
তবু আশা—শ্যাম গুণমণি ॥

ললিতিকা কহে "সখি! তো-কৃষ্ণের এ কৃষ্ণতা,
অন্ধ হ'য়ে থাক ব'লেই বুঝিতে পারনা তা!
অদ্ভুত সরলা তুমি, স'পি প্রাণ সে চতুরে,
কৃষ্ণই কেবল দেখ, আপনাকে নাহি স্ফুরে॥
চল সখি! ফিরে যাই ভু'লে যাও সে মাধবে!
গৃহেতেই রবে সুখে সকুল-মান-গৌরবে!!"
বলিয়াই হাসি চাপি ধরিলা রাধার করে।
কাতর নয়নে রাধা কহে দৃঢ়তার স্বরে—
"শ্রবণ-ব্যথা-কারী বিফল-নীতি-কথা,
পরিহর ও ললিতে! বঁধু আনি হর ব্যথা!

যদি বল, 'যাবে মান'— যা'ক্ সে বিনাশ পা'ক্!
'ধৈর্য্য মহত্ত্ব লজ্জা'— সব দূরে চ'লে যাক্ !!
বাঁচাইতে চাও যদি,— প্রাণ বঁধু এনে দাও!
পায়ে পড়ি ও ললিতে! করুণ নয়নে চাও !!"

বলিতে বলিতে রাই, নয়নে নিমেষ নাই,
মুরছিতা হইল অমনি।
সখিরা ধরিয়া তোলে শোয়ায় নলিনী দলে,
উপাধান—শ্যাম উরু খানি ॥
বিশাখা ব্যজন করে ফুলের চামর দ্বারে,
চিত্রা ধীরে শিরে ঢালে বারি।
ললিতা আনত মুখী, কৃষ্ণের ঝরয়ে আঁখি,—
"কতক্ষণে জাগে প্রাণ প্যারী?"

* * *

অঙ্গ-গন্ধে, পরশনে সংজ্ঞা এল ফিরি।
কৃষ্ণে হেরি "কি ব্যাপার?" জিজ্ঞাসয়ে প্যারী ॥

* * *

তা শুনি সবারি প্রাণে আনন্দ প্রচুর।
মিলনে বিরহ-পূর্ণ-মিলন মধুর ॥



৭। শ্রীশ্রীনবরঙ্গ-হিন্দোলন।

কার্ত্তিকী পূর্ণিমা নিশি হাসি শশধর।
মধ্যাকাশে দিল ঢালি সুধার সাগর॥
নিত্যপূর্ণ অফুরন্ত সে সুধা-জলধি।
কুলে কুলে দিল ভরি সুখের অবধি॥
বৃন্দাবন ভূমি তরু লতা ফুল ফল।
পশু পাখী কীট পতঙ্গ সুধাময় সকল॥
সমীরে সঞ্চারে সুধা-সোহাগ-তরঙ্গ।
সহস্র সুবাসে হাসে ছড়াইয়া রঙ্গ॥
প্রকৃতি পুলক-স্মিতা হ্লাদ-সম্পীড়িতা।
প্রিয়-সম্মিলন-সুখ-সাধ-সন্তরিতা॥
হেন সুধা-সিক্ত কালে সুধাময়ী রাধা।
সখি সনে কহে সুখে সুধা কৃষ্ণ-কথা॥
সুধায় উধাও প্রাণ মত্ত ব্রজাঙ্গনা।
আত্মহারা-কৃষ্ণ-সুখ-স্বপন-মগনা॥
হেনকালে প্রকৃতির যাম-নিস্বনে।
মিলনোৎকণ্ঠিতা রাই বঁধুর বাঁশী শোনে॥

আঁখিতে ইঙ্গিত করি, নীরবে নবীনা প্যারী,
বাহিরিলা শ্যাম অভিসারে।
যুগল-সুখ-জাগরিতা বিশাখায় কহে ললিতা,
নাজানি কি বিধি আজিকরে।
কেন বাঁশী বাজিলনা, আজি কি সে আসিল না,
অথবা আসিয়ে দেখে রঙ্গ ?
মোর মনে লয় হেন, গোপীকায় পরখে যেন—
যেন-তেন মিলে তার সঙ্গ !!
চলিল ব্রজ বালিকা যেন চাঁদের মালিকা,
চাঁদ ঘিরি চাঁদের উদ্দেশে।
মত্ত মাতঙ্গিনী সমা চলে সব ব্রজ-রমা
নীরবে নিকুঞ্জে পরবেশে ॥
শূন্য কুঞ্জ দেখি রাই মুখে আর কথা নাই,
অবসন্নে বৈসে ভূমিতলে।
অন্নি আঁটি অভিসন্ধি ললিতা পাতিলা ফন্দি,
দাঁড়াইলা সবে দুই দলে ॥
'আমাদের রাধা' একের, 'আমাদের গোবিন্দ' আনের,
এই মত করিয়া ইঙ্গিত।
উৎসাহে নবানুবন্ধে, নানা সুরে তালে ছন্দে,
আরম্ভিলা সুধা-দ্বন্দ্ব-গীত ॥

'আমাদের রাধা' 'আমাদের গোবিন্দ'
'আমাদের রাধা' 'আমাদের গোবিন্দ'
নামে নামে বাঁধাইল রঙ্গ।
'আমাদের রাধা' 'আমাদের গোবিন্দ'
'আমাদের রাধা' 'আমাদের গোবিন্দ'
নৃত্যমান দুইটী তরঙ্গ॥

দুলিছে গোপীকাগণ, দুলিছে নিকুঞ্জ-বন,
অভিনব হিন্দোলন লীলা।
দুলিয়া উঠিলা প্যারী বলি 'গোবিন্দ হামারি'
আনমনে গানেতে মিলিলা॥
মৃদু হাসি শ্রীললিতা গাইলা 'আমারি রাধা'
রাধা গায় 'আমারি গোবিন্দ'।
উঠিল তুমুল ঢেউ, লখিয়া না লখে কেউ,
পাছে বাধা পায় রাধানন্দ॥

* * *

এথাকে মা যশোমতি বাৎসল্যের খনি।
মহাসুখে নিদ্রা যান বক্ষে নীলমণি॥
মায়ে সন্তোষিয়া শ্যাম রাধাকে চলিলা।
নিজস্থানে উপাধান রাখি বাহিরিলা॥

বিলম্ব মানিয়া মনে ধায় দ্রুত কুঞ্জে।
দূরে হ'তে শোনে কোটী মধুকর গুঞ্জে॥
বিস্মৃত হইয়া নাগর যতই আগুসরে।
ততই গুঞ্জন-গীতি প্রবেশে অন্তরে॥
'চমৎকার!' ভাবে সুখে 'কোথা আমি,কোথা রাধা?'
'বলা নাই, কহা নাই, দিব্যি ভাগ আধা আধা!!'
অমৃত অধিক মধুর সে গীতি-ঝঙ্কার।
নৃত্যমান কৈল কৃষ্ণে মত্ত বার বার॥
'আমারি গোবিন্দ' ধ্বনি যত যতই শুনে।
ততই 'আমারি রাধা' গায় পুনঃ পুনে॥
ক্রমে পরবশী কৃষ্ণ কুঞ্জে পরবেশে।
'আমারই রাধা' গায় স্বভাবে হরষে॥
আঁখি মুদি গায় রাধা 'আমারি গোবিন্দ।'
কৃষ্ণ মুখে 'আমারি রাধা' সখীদের আনন্দ॥
ক্রমে নৃত্যে আলিঙ্গনাবদ্ধ দুই দলে।
যুগল-গৌরব-গীতি গায় কুতুহলে॥
"আমারই রাধা আমারি গোবিন্দ।
আমারই রাধা আমারি গোবিন্দ॥

আমারি রাধা আমারি গোবিন্দ।
আমারি রাধা আমারি গোবিন্দ॥ ”

অবিরাম গায় নাম শ্রীরাধা গোবিন্দ।
অবধি না পায় আজি সখীদের আনন্দ॥
‘আলিঙ্গনে বাঁধা’ রাধা কৃষ্ণ নাহি জানে।
নামের মাধুরী পানে মত্ত নাম গানে॥
সহসা সরিয়া নিরখিলা আলীকুল।
চমকি চাহিয়া দোঁহে ভাবে ‘একিভুল’?
পুনঃ সত্য মানে, হেরি সখী সেবা-রঙ্গে।
শ্রীরাধা গোবিন্দ মিলন পূর্ণ নবরঙ্গে॥

* * *

বিষয় বিলাস হীন শুদ্ধ ভাবাস্বাদ।
যাঁহার আশ্রয়ে পায় আপন আস্বাদ॥
বিরহেও মিলনের পূর্ণ রসোল্লাস।
যাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ প্রেমের উচ্ছ্বাস
যাঁর কৃষ্ণ-রূপে সিদ্ধ আজন্ম-প্রিয়তা।
উপলব্ধীভূত বস্তু মাত্রে কৃষ্ণ-সত্তা॥
তাঁর পাদপদ্ম হৃদে করিয়া কল্পনা।
অ-পূর্ণার অনধিকার লেখনী কম্পনা॥

* * *

*　　*　　*

প্রণমি শ্রীজগদ্বন্ধু জগতের নাথ।
শিষ্য করিবার আগেই কৈলা আত্মসাথ॥
কেবা গুরু জিজ্ঞাসিলে আসে এ উত্তর।
গুরু জগদ্বন্ধু-গৌর-কৃষ্ণ-প্রাণেশ্বর॥
বৃন্দাবন স্বামিনীর মঞ্জরীর দাসী।
স্বীয় পরিচয় মনে এই মাত্র বাসি॥

*　　*　　*　　*

বিদগধ,　　　হে স্নিগধ,
তব শ্রী-পদ পরশে,
সু-শীতল　　　নির্ঝর-জল,
পিবাও বিশ্বে হরষে।

*　　*　　*　　*

ওঁ অব্যবধানায় স্বাহা।

